চমক ভরা
ধনতেরাস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 23 October, 2019 ■ আগরতলা, ২৩ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ৫ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সেকেরকোটে রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ফের ত্রিপুরায় রেলে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে আগরতলা-সাব্রুম রেলে কাটা পড়ে বলাই সাহা নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সেকেরকোট এলাকায় ওই যুবকের রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা তা এখনও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে।

আমতলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, সেকেরকোট জয়কালি কলোনি এলাকার বাসিন্দা বলাই সাহার রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় জনগণ তাঁর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে আমতলি থানায় খবর দিয়েছে। খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা সরকার পরিবর্তনের পরও চাঁদাবাজির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। উপমুখ্যমন্ত্রীর এলাকা চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে স্থানীয় একটি ক্লাবের নামে উত্তম দেবনাথ ও মানিক ওরফে মালুরা দুর্গাপুজার আগেও পুজার নামে মোটা অঙ্ক চাঁদা নিয়ে যায়। ইদানিং গত ১৭ অক্টোবর আবার তারা আরও মোটা অংকের চাঁদা দেওয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতে থাকে। তারপর নানাভাবে কৌশলে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে ১৭ অক্টোবর আরও দশ হাজার টাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি গাড়ি সহ প্রচুর কাঠ উদ্ধার তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ অক্টোবর।। ফের বনকর্মীরা চোরাই কাঠ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেল মঙ্গলবার সাত সকালে। তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার এই খবর দিয়ে জানান, বনকর্মীরা আচমকা খবর পায় উত্তর মহারানি এলাকা থেকে দুটি চোরাই কাঠ বোঝাই গাড়ি রাজধানীতে যাবে। এই খবরের উপর ভিত্তি করে বনকর্মীরা মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ উত্তর মহারানি এলাকায় গিয়ে দুটি গাড়ি দেখতে পায়। বনকর্মীরা টিআর০১একে-১৬০৭ নম্বরের বোলেরু ট্রাক এবং অন্য একটি নম্বরবিহীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাক্ষর জাল করে অনাস্থা প্রস্তাব বিজেপিকে নিশানা করলেন রাধা

মঙ্গলবার সিপিএম পার্টি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে এডিসির ২৩জন সদস্যকে নিয়ে মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ত্রিপুরা স্বশাসিত এলাকা জেলা পরিষদ (এডিসি) ভাঙার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। শাসক দল বিজেপি পেছনের দরজা দিয়ে এডিসি দখলের চেষ্টা করছে। মঙ্গলবার আগরতলায় দশরথ দেব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই শাসক দল বিজেপিকে নিশানা করলেন এডিসির চেয়ারম্যান ডা. রঞ্জিত দেববর্মা তথা মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। এদিন, এডিসির ২৩ জন সদস্যকে সাথে নিয়ে বিজেপির রাজনীতিকে তুলোধুনো করলেন রাধাচরণ দেববর্মা। তাঁর কথায়, স্বাক্ষর জাল করে অনাস্থা প্রস্তাবের নামে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত এবং বেআইনি খেলায় নেমেছে বিজেপি। এতে মনে হয়েছে, এডিসি ভাঙা নিয়ে ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হওয়ার আগেই দাবার চাল ঘুরিয়ে দিয়েছে সিপিএম।

প্রসঙ্গত, সোমবার এডিসি সচিবের কাছে ১৫ সদস্যের স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠিয়ে অনাস্থা প্রস্তাবের দাবি জানানো হয়েছিল। রাজ্যপালের কাছেও এডিসির দুই সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। মনে হয়েছিল, সিপিএম বড় ধাক্কা খেয়েছে। অকাল ভোটের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আজ পুরো খেলাটাই পাল্টে গেছে। এদিন, এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য বলেন, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এডিসি সদস্যদের স্বাক্ষর জাল করে অনাস্থা প্রস্তাবের ঘৃণ্য চক্রান্ত করা হয়েছে। রাধাচরণবাবু জোর গলায় দাবি করেন, গতকাল ১৩ জন সদস্যের সই জাল করে অনাস্থা প্রস্তাব রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, সদ্যসমাপ্ত এডিসির অধিবেশনে বেতন ভাতা বৃদ্ধি ইস্যুতে প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, অনাস্থা প্রস্তাবে ওই স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে।

এদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যরা দাবি করেছেন, তাঁরা সিপিএম দল ছাড়েননি। অন্য কোনও দলে যাওয়ার চিন্তাভাবনাও করেননি। তাই অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য তাঁরা স্বাক্ষর দেননি। এদিন রাধাচরণ দেববর্মা জানিয়েছেন, গতকাল রাজ্যপালের কাছে যাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি চিন্তাভাবনায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই পতিরাম রিয়াংকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের উপকারিতা পাবে ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল

গুয়াহাটিতে ভারত-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার মিটে জানালেন বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে-সব সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলি দ্রুত রূপায়ণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার মিট-এ আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, এতে দু'দেশের মানুষই লাভবান হবেন। কম সময়ের মধ্যে কর্মসূচি রূপায়ণ করাই পারদর্শী নেতৃত্বের কাজ। ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এভাবে কাজ করার বিষয়ে পারদর্শী, বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহারের সুযোগে ত্রিপুরা-সহ

সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল উপকৃত হবে।

এই অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, ভারতের সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ভিকে সিং, বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী মহম্মদ টিপু মুন্সি, অসমের বাণিজ্যমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি প্রমুখ বক্তৃতা পেশ করেছেন। এছাড়া দু'দেশের শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে।

আলোচনার শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদলের আগাম জামিন খারিজ নতুন আবেদনের শুনানি কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। হাসপাতালে ভরতি হতেই পুলিশ রাজ্যের প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে। ফলে ত্রিপুরা হাইকোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। তাই আজ হাইকোর্টে নতুনভাবে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবীরা। আগামী ২৪ অক্টোবর ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে ওই আবেদনের শুনানি হবে। ছয়দিন লুকোচুরি খেলা শেষে সোমবার বাদল চৌধুরীর খোঁজ পায় পুলিশ।

তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি হন। এই খবর পেয়ে পুলিশের বিশাল বাহিনী হাসপাতালকে ঘিরে ফেলে। পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরাও হাসপাতালে পৌঁছে বাদল চৌধুরীর খোঁজ নেন। চিকিৎসকরা জানান, তাঁর ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেসার প্রচণ্ড নেমে গিয়েছে। তবে, তাঁর চিকিৎসা চলছে। শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। এরই মধ্যে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার-সহ সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব হাসপাতালে বাদল চৌধুরীর খোঁজ নেন।

সোমবার রাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের এসপি কুলবন্ত সিং জানান, বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

এদিকে, আজ বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন আদালত খারিজ করে দিয়েছে। কারণ, পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। ফলে, ত্রিপুরা হাইকোর্টে বাদল চৌধুরীর কেঁসুলি নতুন করে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। হাইকোর্ট ওই আবেদন গ্রহণ করেছে। আগামী ২৪ অক্টোবর সকাল ১১টায় বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে ওই আবেদনের শুনানি হবে।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে রাজ্যে বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। রাজ্যে দীপাবলি উপলক্ষ্যে বিশেষ ট্রেন দিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে এনএফ রেলওয়ের লামডিং ডিভিশন ধর্মনগর-আগরতলা-উদয়পুর-সাব্রুম রুটে ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দেওয়া তথ্য অনুসারে সময়সূচি অনুযায়ী এই দিনগুলিতে ধর্মনগর-আগরতলা-উদয়পুর স্পেশাল ট্রেনটি সন্ধ্যা ৬-টায় ধর্মনগর থেকে ছাড়বে এবং এটি আগরতলা এসে পৌঁছবে রাত ১০টায়। রাত ১০টা ৫ মিনিটে ট্রেনটি আগরতলা থেকে রওয়ানা দিয়ে ১১টা ৫ মিনিটে উদয়পুর গিয়ে পৌঁছবে। অন্যদিকে উদয়পুর-আগরতলা-ধর্মনগর স্পেশাল ট্রেনটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্যবিচারপতি পদে অকিল কুরেশির নিযুক্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের শুনানি ২৫শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ অক্টোবর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্যবিচারপতি পদে বিচারপতি অকিল কুরেশির নিযুক্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের আগামী ২৫ অক্টোবর শুনানির দিন ধার্য্য হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের মুখ্যবিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি এস এ বুবদে এবং এস এ নজিরের বেঞ্চে ওই আবেদনের শুনানি হবে।

সুপ্রিমকোর্টের কলেজিয়াম গত ৫ সেপ্টেম্বর বিচারপতি অকিল কুরেশির নাম ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে সুপারিশ করেছে। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের এই সুপারিশ নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। ইতিপূর্বে বিচারপতি অকিল কুরেশিকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। কিন্তু, কেন্দ্রের আপত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ওই সুপারিশ সংশোধন করেছিল। তারপরই তাঁকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট সুপারিশ করেছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার বিচারপতি অকিলেশ কুরেশিকে নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় গুজরাট হাইকোর্টের আইনজীবি সংগঠন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। সংগঠন সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিচারপতি অকিল কুরেশিকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ওই সংগঠনের আবেদন গ্রহণ করে আগামী ২৫ অক্টোবর শুনানির দিন ধার্য্য করেছে।

দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন চান নোবেল বিজয়ী অভিজিৎ

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ২২ অক্টোবর।। দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন চান সদ্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট মত, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারের শেয়ারের পরিমাণ ৫০ শতাংশের কম করে দেওয়া উচিত। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে সরকারের শেয়ার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হওয়ায় ভিজিলেন্স কমিশন ব্যাঙ্কের যে কোনও বিষয় নিয়ে তদন্ত করার অধিকারী।

এই তদন্ত ব্যাঙ্ককর্মীদের মধ্যে ভয়ের মানসিকতা, পরিভাষায় "ফিয়ার সাইকোসিস" তৈরি করছে, তাঁরা ঋণ দেওয়ার সময় ভাবছেন, ফলে তার ছাপ পড়ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাজে। সরকারের শেয়ার পঞ্চাশ শতাংশের কম করা হলে ভিজিল্যান্সের হাতে ওই ক্ষমতা আর থাকবে না। ফলে সরকারি ব্যাঙ্কে কর্মীদের ভয়ের পরিবেশ দূর হবে।

অভিজিৎ সাফ জানিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে, ব্যাঙ্কগুলি প্রথমে ভালো চলছে, তারপর হঠাৎই সেখানে সমস্যা শুরু হচ্ছে। পরে সেই সমস্যা আরও গভীর হচ্ছে। ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শিটগুলি সঠিক তথ্য তুলে ধরছে না। এই পরিস্থিতিতে কর্মপদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। যদি সরকারের শেয়ার পঞ্চাশ শতাংশ বা তার বেশি থাকে, তা হলে ভিজিল্যান্স কমিশন যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারে। এটা প্যারালাইজিং ফ্যাক্টর। তাই সরকারের শেয়ার পঞ্চাশ শতাংশের কম হোক।

পাল্টা যুক্তি হল, সবসময় একটা চেক ও ব্যালেন্স-এর ভারসাম্য ছাড়া যে কোনও সংস্থায় মাৎস্যন্যায় দেখা দিতে পারে। অভিজিতবাবুর মতে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যেই চেক ও ব্যালেন্স আছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় ও কাঞ্চনপুরে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী ও নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার নয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/কাঞ্চনপুর, ২২ অক্টোবর।। ৫ লক্ষ টাকার নেশাসামগ্রী-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাথে নগদ দেড় লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশালগড় মহকুমার এসডিপিও উত্তম বণিক। তিনি জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার জাঙ্গালিয়া এলাকার নারায়ণ ভৌমিকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ওই নেশা সামগ্রী ও নগদ টাকা-সহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় নেশা বিরোধী অভিযান জোর কদমে চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে জাঙ্গালিয়ায় নেশা বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছিল। তাঁর দাবি, ওই অভিযানে নারায়ণ ভৌমিকের বাড়ি থেকে ইয়াবা-সহ আরও দু ধরনের নেশার ট্যাবলেট ৯ হাজার ৮৩০টি এবং কোরেক্স জাতীয় মাদক ৯০টি শিশি উদ্ধার হয়েছে। এগুলোর বাজারমূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা হবে বলে এসডিপিও জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, ভারতীয় মুদ্রায় নগদ দেড় লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়েছে।

এদিকে, ওই নেশা দ্রব্যের ব্যবসার সাথে জড়িত ৫ জনকে আটক করা হয়েছে বলে এসডিপিও উত্তম বণিক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সমীর দেবনাথ (৪৬), আবুল মিয়াঁ (৩৯) কিশোরচন্দ্র ভৌমিক (৪২), নরোত্তম রায় এবং মৃণাল হুসেনকে ওই নেশা সামগ্রীর সাথে জড়িত বলে আটক করা হয়েছে। তবে, মূল পাণ্ডা নারায়ণ ভৌমিক পালিয়ে গেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরায় পুলিশের অভিযানে ফের উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণের নেশাদ্রব্য। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দামছড়ার সুন্দর কুমার শর্মা (৩১), আনন্দবাজারের নিশিং পাড়ার পুরুধর রিয়াং (৩১) ও কামজ্রাই রিয়াং (১৬) এবং গরছিরাম পাড়ার মনোজ কুমার ত্রিপুরা (১৭)-কে।

কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) বিক্রমজিৎ শুক্লাদাস জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালের দিকে ভাংমুন এলাকায় হানা দিয়ে চার মাদক পাচারকারীর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণের নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট ও বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা।

এসডিপিও শুক্লাদাস জানান, গোপন খবর অনুযায়ী আজ সকালে ভাংমুনের নাকা পয়েন্টে ওত পেতে বসে থাকেন নিজে। যথা সময় চার মাদক পাচারকারী নেশা সামগ্রী নিয়ে ওই রাস্তা ধরে দামছড়া থেকে আসার পথে তাদের আটক করে তালাশি চালিয়ে ১৮০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫২৮ বোতল বিদেশি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছেন। বাজেয়াপ্তকৃত নেশাদ্রব্যগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে ছয় লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হবে।

ধৃতদের বর্তমানে কাঞ্চনপুর থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আগামীকাল বুধবার চার জনকেই আদালতে পেশ করা হবে বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্লাদাস।

যৌতুকের জন্য হাত-পা বেঁধে গৃহবধূর উপর নিমম অত্যাচার

কৈলাসহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ অক্টোবর।। আবারও কৈলাসহরে যৌতুকের জন্য গৃহবধূকে প্রচণ্ড নির্যাতন করে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা। অবশেষে খবর পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ গৃহবধূকে উদ্ধার করে গৃহবধূর বাপের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ঘটনা কৈলাসহরের ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাখিরবাদা এলাকায়। কৈলাসহরের ইরানি থানার অন্তর্গত শ্রীনাথপুর গ্রামের কুড়ি বছরের এক মেয়েকে গত ছয়মাস পূর্বে শ্রীনাথপুরের তাহির আলি বিয়ে করেছিল। মেয়েটির বাবা গত পাঁচবছর পূর্বে মারা গিয়েছিল। মেয়ের মামাই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের সময় তাহির কোন ধরনের যৌতুক দাবি না করলেও বিয়ের একমাস পর থেকে গৃহবধূর উপর যৌতুকের জন্য অত্যাচার শুরু করে। গত দু'দিন ধরে অত্যাচারের মাত্রা অনেকটাই বেড়ে যায়। এমনকি স্বামী তাহির আলি সহ বাড়ির অন্যান্যরা গৃহবধূকে হাত-পা বেঁধে মারধর করে। মঙ্গলবার সকালে গৃহবধূ তাঁর মামাকে ঘটনাটি জানালে মামা পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

অত্যাচারিত গৃহবধূ তথা ভাগ্নিকে নিয়ে মামা আইনি পরামর্শ নিতে যান গ্রামীণ আইনি পরিষেবা কেন্দ্রের টিলাবাজার শাখায়। গ্রামীণ আইনি পরিষেবা কেন্দ্রের কর্মকর্তা দিলোয়ার হোসেন জানান, তাহির আলি প্রকৃতপক্ষে একজন নেশাকারবারী। এলাকায় বখাটে ছেলে হিসাবে পরিচিত তাহির আলি। গৃহবধূকে সমস্ত ধরনের আইনি পরিষেবা দেবে এই কেন্দ্রটি।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৬ ▫ ২৩ অক্টোবর ২০১৯ইং ▫ ৫ কার্ত্তিক ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতি ভয়ঙ্কর পরিনতির দিকে

দেশ এক ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক দূরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। এই পরিস্থিতি হইতে উত্তোরণের সঠিক পথ খুঁজিবার দিশা না পাইয়া দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী যে সব যুক্তি দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা বালখিল্যপনার সামিল। ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ভারতবর্ষের অর্থনীতির দূরাবস্থার আসল কারণটি তাহার অর্থনীতির বুদ্ধি দিয়া আবিষ্কার করিলেন। অটো মোবাইল শিল্পে ভয়াবহ মন্দার কারণ হিসেবে তিনি বলিয়াছেন যে, আজকের প্রজন্ম গাড়ি না কিনে ওলা উবেরে যাতায়াত করিতে বেশি ভালোবাসে, তাই গাড়ি বিক্রির হার কমিয়া গেছে। যখন এই রকম একটা ভয়াবহ ব্যাখ্যা তিনি দেশের মানুষের সামনে রাখেন তখন বুঝিতে হইবে কাহার হাতে দেশের অর্থনীতির ভার দেওয়া হইয়াছে। নির্মলা সীতারমনের হাতে দেশের অর্থনীতি যে নিরাপদ নয়, সেটা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের অর্থনীতির ভয়াবহ অবস্থাকে গোপন করিবার যে চেষ্টা সীতারমনের ব্যাখ্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নতুন করে দেশপ্রেমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা উচিত। লক্ষ লরক্ষ শিক্ষিত ছেলে মেয়ে যেখানে বেকার , চাকরি নাই, সেখানে গাড়ি বিক্রি হইবে কি করে। এই প্রশ্ন করিলে ভারত বিরোধী হইয়া যাইবার একটা সম্ভাবনা রহিয়াছে। সহজ ভাবে বলা যাইতে পারে একজন অযোগ্যকে ভারতের অর্থমন্ত্রী করা হইয়াছে, যিনি এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবেও ব্যর্থ হইয়াছেন। এই রকম একজন মহিলাকে অর্থমন্ত্রী করিয়া ভারতবর্ষের মানুষের ঘাড়ে একটি বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ২০১৬'র নোট বন্দির ফলে ভারতের অর্থনীতিতে যে ধ্বস নামা শুরু হইয়াছে, তাহার থেকে ভারত আজও মুক্ত হইতে পারেনি। এই নোট বন্দির ফলে কোটি কোটি মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ হারাইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরী হারাইয়াছে, মোদির পাহাড়াদারিত্বে ভারতের সাধারণ মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা মারিয়া নীরব মোদিরা পালাইয়া গেছে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসের মাসিক রোজগার যোজনায় সুদের হার চূড়ান্ত ভাবে কমাইয়া দিয়া সাধারণ নিম্ন বিত্ত মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারকে খাদের কিনারায় আনিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে, ঠিক এইরকম সময় নির্মলা সীতারমনের নির্লজ্জ ব্যাখ্যা কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের জনগণের আর্থিক অবস্থাকে কোন বিপজ্জনক অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহা আর নতুন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। অন্যথায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেশকে ভয়ঙ্কর পরিনতির দিকে ধাবিত করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

শহীদ আশফাক উল্লাহ খানের ১১৯ তম জন্মবার্ষিকীতে বিজেপির সম্মান

ভোপাল, ২২ অক্টোবর(হি.স.): মঙ্গলবার মহান শহীদ আশফাক উল্লাহ খানের ১১৯ তম জন্মবার্ষিকীউ আশফাক উল্লাহ খান ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শীর্ষ বিপ্লবী। আশফাক কেবল একজন মহান মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি একজন বিখ্যাত উর্দু কবিও ছিলেন বটে। কাকোরির ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন আজকের বীর শহীদ আশফাক উল্লাহ খান। ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর ফইজাবাদের কারাগারে ব্রিটিশরা তাঁকে ফাঁসি দেয় ৷তাঁর ১১৯ তম জন্মদিনে দেশব্যাপী সকলেই তাঁকে স্মরণ করছেনউ জানাচ্ছেন শুভেচ্ছাওউ সাংসদ বিজেপি নেতারাও জন্মবার্ষিকীতে এই মহান যোদ্ধাকে স্মরণ করেছেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আশফাক উল্লাহ খানের জন্মবার্ষিকীতে টুইট করে লিখেছেন, "এখন শক্ত করে কোমর বেঁধে নিয়েছি, কিছু করে দেখাতে হবেউ স্বাধীনতা ছিনিয়ে মুক্ত হব, বা মাথা কেটে ফেলব"- আশফাক উল্লাহ খান। মা ভারতীর বীর পুত্রের জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা, যিনি কাকোরি ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং দেশকে পরাধীনতার শেকল থেকে মুক্ত করতে তাঁর পুরো জীবনকে দান করেছেন"।

বিজেপি সাংসদ রাকেশ সিং টুইট করে মহান বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে জানিয়েছেন, "কাকোরি কাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হাসতে হাসতে ভারত মাতার অমর পুত্র বিপ্লবী শহীদ আশফাক উল্লাহ খাঁনের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে সম্মান জানাচ্ছি"উ বিজেপির রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় টুইট করে লিখেছেন, "কখনো ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসলে হবে না, আপনি অত্যাচার থেকে হাত তুলবেন, আমরা পা বাড়িয়ে দেব। দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির দড়িকে আপন করে নেওয়া অমর শহীদ আশফাক উল্লাহ খানের জন্মবার্ষিকীতে আমার প্রনাম"।

গায়ক অনুপমের বিতর্কিত পোস্টে তথাগতর জবাব, আলোড়ণ ফেসবুকে

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স) : ফের একবার টুইটারে আক্রমণাত্মক মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়। এবার তাঁর নিশানা গায়ক ও সুরকার অনুপম রায়।

এবার আরবি পোশাক পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ছবি তুলে ধরে অনুপমের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তথাগতবাবু। সম্প্রতি বাঙালিয়ানার পক্ষে সওয়াল করে একটি টুইট করেন অনুপম। শনিবার করা সেই টুইটে তিনি লেখেন, "বাঙালিকে আর একটু সচেতন হতেই হবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। না হলে কালী পুজো কেড়ে নিয়ে আমাদের ঘাড়ে দিওয়ালি চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

সেই ছবি তুলে তথাগতবাবু লিখেছেন, 'শুধু আরব পোশাক পরা নয়, সেই সঙ্গে দাঁত বের করে হাসা ! দেখো, আমি কত 'সেকুলার' ! আমার চেয়ে অনেক ছোট, তবু না বলে পারছি না, কী সীমাহীন নির্লজ্জতা !'

সোমবার সন্ধ্যে পৌনে ৭ টায় মেঘালয়ের রাজ্যপাল ফেসবুকে এটি আপলোড করেন। এর প্রেক্ষিতে এদিন বেলা পৌনে ১ টা পর্যন্ত ২৪৮টি লাইক, ৭৬টি মন্তব্য, ৪৪টি শেয়ার হয়েছে এটির। অধিকাংশই তথাগতবাবুর সমর্থনে।

কৌশিক সরকার প্রাচুর্য লিখেছেন, 'ধন্যবাদ তথাগত বাবু। কথাগুলো তুলে ধরার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' রাজকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, "সবাই রানু মন্ডলকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে, উনিও একটু প্রচারের আলো চান।" মালঞ্চ সেনগুপ্ত লিখেছেন, "বাবু, উনি যেমন খুশি তেমন সেক্যুলার সাজো-র একজন প্রতিযোগী। এই প্রতিযোগিতা এ বঙ্গে হামেশাই হয়। আলাদা করে শীতকালে নয়। আর দেশে এই ধরণেরই আরেকটা প্রতিযোগিতা হয়, সেটা হলো 'যেমন খুশি তেমন প্রধানমন্ত্রী সাজো প্রতিযোগিতা!' এইটা আবার হামেশা হয়না। দিন-ক্ষণ-তিথি-পরিস্থিতি ইত্যাদি বুঝে হয়ে থাকে।"

রবীন্দ্র সরোবরে 'মা ফিরে এল' গ্যালারিতে বদলানো হবে চার দুর্গাপ্রতিমা

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : কলকাতার চারটি নামী দুর্গোৎসব সমিতির প্রতিমার বিসর্জন হয়নি। এগুলো রাখা হবে রবীন্দ্র সরোবরে 'মা ফিরে এল' গ্যালারিতে।

আলিপুরের ৭৮ পল্লি, যোধপুর পার্ক, বড়িশা ক্লাব ও হিন্দুস্তান পার্কের প্রতিমা গ্যালারিতে রাখা হচ্ছে। কেএমডিএ'র কর্তারা এই খবর জানিয়েছেন। এই গ্যালারি সম্পূর্ণভাবে তৈরির পর ২০১২ সালের ১২ নভেম্বর খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই তার উদ্বোধন হয়েছিল। গ্যালারিতে ১২টি প্রতিমা রাখার জায়গা ছিল। প্রথম বছর পরিকল্পনা এবং স্থানাভাবের জন্য প্রতিমা রাখতে পারেনি কেএমডিএ এবং কেআইটি। পরবর্তী বছরগুলিতে দু'-তিনটি পুজো কমিটি প্রতিমা রাখে সেখানে।

অযোধ্যা রায় নিয়ে বিরোধীরা চাপে

অপূর্ব রায়

অযোধ্যায় রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্ক একইসঙ্গে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ধর্মকেন্দ্রিক। বছরের পর বছর এই বিতর্ক চলছে ২.৭৭ একর জমির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। হিন্দুদের দাবি, অবতার রাম এখানে জন্মেছিলেন। মুসলিমদের দাবি, তারা ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরের আগে দশকের পর দশক ধরে এই জায়গায় ধর্মীয় আচার পালন করে আসছে। এক পক্ষের দাবি, হিন্দুধর্ম প্রায় ৫ হাজার বছরে পুরনো, এখানে রামের ভগ্নপ্রায় মন্দিরের ওপর মুঘল বাদশা বারর ষোড়শ শতকে হিন্দুস্তান কাব্জ করার পর মসজিদ গড়েন। মুসলিম শাসকদের ভারতে রাজত্বের শুরু হয় ত্রয়োদশ শতক থেকে।

অযোধ্যা বিতর্ক ৫০০ বছরের। আদালতে এ নিয়ে বিবদমান পক্ষের লড়াইয়ের বয়স ৭০ বছর। এই বিবাদের জেরে দেশের মধ্যে সামাজিত সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের বাতাবরণ বার বার ছিঁড়েছে। প্রশাসন হিমশিম খেয়েছে পরিস্থিতি সামাল দিতে। অযোধ্যার জমির অধিকার নিয়ে আদালতে যে মামলা তা সম্ভব দেশের কোর্টে দীর্ঘমেয়াদী মামলা। হিন্দু বা মুসলিম কেউই নিজের কোর্ট ছাড়তে রাজি নয়। 'নাহি দিব সূচ্যগ্র মোদিনী' মনোভাব নিয়ে তারা অনমনীয়। কোর্টের এজলাসে যুযুধান পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ, সওয়াল জবাব, কথার লড়াইয়ের পর ঐতিহাসিক মামলার শুনানি শেষ হয়েছে অবশেষে ১৬ অক্টোবর। আশা করা হচ্ছে ১৭ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অবসর নেওয়ার আগে রায় ঘোষণা করবেন। সুষ্ঠু মীমাংসা হবে এমনটাই মনে করছে দেশবাসী। সেই রায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ। বিচারের ভার এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের। ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের ৈফিজ্যবাদ জেলার মধ্যে পড়ে অযাধ্যা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে মসজিদের মধ্যে রামসীতার মূর্তি স্থাপন করা হয় রাতারাতি। রাজনৈতিকভাবে এটাকে ইস্যু করে বিজেপি। হিন্দুত্ব লাইন ধরে বিজেপির উত্থানও হয় অযোধ্যা তাস খেলে। কেন্দ্রে কংগ্রেস থাকলেও ভোটের জন্য হাত গুটিয়ে থাকতে বাধ্য হয় লালকৃষ্ণ আদবানির রথযাত্রা কর্মসূচিতে। কয়েক হাজার পুলিশ ও সিআরপির উপস্থিতি সত্ত্বেও ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় থামাতে পারেনি হাজার হাজার করসেবকদেরম মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযান হিন্দুত্বের ধ্বজা ধরেই বিজেপি সংসদে আসন সংখ্যা ২ থেকে বাড়িয়ে ৮৫ করে। যে লালকৃষ্ণ আদবানি 'ভগীরথের ভূমিকা' নিয়েছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন সফল হয়নি। নরমপন্থী অটলবিহারী বাজপেয়ী তক্তে বসেন। তবে তিনি দেশজুড়ে বিজেপির একাধিপত্য দেখতে পেয়েছেন। মোদির প্রথম দফায় তিনি কখনওসখনও প্রচারের আলোয় এলেও দ্বিতীয় পর্বে তিনি অন্তরালে চলে গেছেন। কালের নিয়মে নতুনদের জায়গা ছাড়তেই হয়। তবে তাঁর নাম এখনও বাবরি সমজিদ ধ্বংসের উস্কানিদাতাদের তালিকায় রয়েছে। সেই মামলা এখনও ফৈজাবাদের আলাদাতে ঝুলে রয়েছে। রাজ্যে এখন শাসন ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার ক্ষমতায় এসে ফৈজাবাদ জেলার নাম বদলে অযোধ্যা করেছে।

২০১৪ সালে লোসকভা নির্বাচনে প্রচারে হিন্দুত্বের তাস খেলেছিল বিজেপি। দেওয়া হয় রামমন্দির নির্মাণ কারর প্রতিশ্রুতি। আরএসএস ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের চাপ সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসে আইনি পথেই মীমাংসার ওপর ভরসা করেন। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেও সেই নির্ভরতা থেকে সরে আসেননি। তবে হিন্দুত্বের লাইন থেকে একচুলও সরে আসেননি। তিনি জানেন সবুরে মেওয়া ভলে।

অযোধ্যা জমির অধিকার নিয়ে মামলা করে তিনটি পক্ষ। নির্মোহী আখড়া, রামলালা বিরাজমান ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। এলাহাবাদ হাইকোর্ট ২০১০-এর ৩ ডিসেম্বর জমি বিতর্ক মামলায় রায় ঘোষণা করে। সেই রায়ে বলা হয়, জমিটি তিনটি সমানভাবে ভাগ করে তিন পক্ষ পাবে। আদালত রায় দিতে গিয়ে একথাও জানায়, ওখানে রাম জন্মগ্রহণ করেন। মন্দির ভেঙে তার ওপর সমজিদ তৈরি হয়েছে এবং সেই মসজিদ ইসলাম রীতি মেনে নির্মিত হয়নি।

কিন্তু কোনও পক্ষই এই রায়ে সন্তুষ্ট না হয়ে ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। বিস্তর জলঘোলার পর সেই মামলার নিস্পত্তি হতে চলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, সত্যিই শেষ পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের রায় সব পক্ষ মেনে নেবে? যদিও সব পক্ষই গোড়ায় জানিয়েছিল তারা আদালতের সিদ্ধান্ত মান্য করবে। আপসে মীমাংসার জন্য শীর্ষ আদালত তিন সদস্যের একটি মধ্যস্থ কমিটিও গঠন করে দেয়। সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করে সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা হলেও তা প্রথমে ব্যর্থ হয়। পরে দ্বিতীয় দফার চেষ্টায় আংশিক সফল হওয়ার কথা শোনা গেলেও এখন স্পষ্ট হয়নি। চিত্রটা। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শেষ হয়েছে। সেই দিনই মধ্যস্থ কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েছে। সেই রিপোর্ট নিয়ে পাঁচ বিচারপতি নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছেন রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ জমি বিতর্কে জড়িত হিন্দু ও মুসলিমদের তরফে যাঁরা আলোচনা বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন দাবি করেছেন, সমঝোতা সূত্র পাওয়া গেছে। সুন্নি ওয়াফক বোর্ড জমির দাবি ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছে। তার বদলে প্রতিশ্রুতি চেয়েছে অন্য জায়গায় একটি মসজিদ গড়ে দিতে হবে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে বাকি মসজিদগুলির। যদিও আদালতে মুসলিমদের পক্ষে সওয়ালকারী পাঁচ আইনজীবী শুক্রবার দাবি করেছেন, এ ধরনের কোনও রফাসূত্র দেওয়া হয়নি। জমির তিন প্রধান দাবিদারসহ সব পক্ষই লিখিতভাবে অন্তিম আবেদন জানিয়েছে আদালতে। পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে ১৬ অক্টোবর চূড়ান্ত শুনানি শেষ হওয়ার সময় প্রধান বিচাপতি বলে দেন ১৯ তারিখের মধ্যে শেষ বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দেন। সেইমতো মামলায় তিনি পক্ষই জমির ওপর তাদের দাবি জানিয়েছে। দাবিদারদের অন্যতম রাম লালা সংগঠনের তরফে ১৯ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, রামন্দির নির্মাণের জন্য এই জমি একমাত্র তারাই পেতে পারে। অন্য কেউ নয়। নির্মোহী আখড়া চায়, হিন্দুদের পক্ষে রায় গেলে তা যেন রামমূর্তির দেখভাল ও মন্দির তৈরি হলে তার যথাযথ অধিকার থাকবে। সুন্নি ওয়াকফ রোর্ডের পক্ষে দাবি করা হয়েছে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের আগে মসজিদ যে অবস্থায় ছিল তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

সর্বোচ্চ আদালতের ৪০ দিন ইনক্যামেরা শুনানির পর এই হলফনামা দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা আভাস দিচ্ছে, গোঁ ধরে বসে আছে সবাই। রাজনৈতিক উত্তাপের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ মিশে রয়েছে অযোধ্যা মামলায়। এটা কি শেষ মুহূর্তে শীর্ষ আদালতের উফর চাপ সৃষ্টির কৌশল? সকলেই জানে, কোর্টের মানদণ্ড নিরপেক্ষ। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে চলে বিচার প্রক্রিয়া।

আগামী দু'তিন সপ্তাহ ধরে চলবে অযোধ্যা নিয়ে উৎকণ্ঠার প্রহর। কোর্টের বিচারাধীন বিষয়ে আগ বাড়িয়ে কেউ মন্তব্য করার সাহস দেয়ায়নি কোনও রাজনৈতিক লদই। তবে সবাই একবাক্যে চায় একটা ফয়সালা হোক। রাজনীতি ও ধর্ম জড়িত এই স্পর্শকাতর বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে বলেই মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুনানি শেষ হওয়ার পর তিনি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, ১৯৫০ সাল থেকে বহু মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। আশা করি দু'পক্ষ শীর্ষ আদালতের রায় মেনে নেবে। হিন্দু সংগঠনের পক্ষে ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে বলাবলি শুরু হয়েছে রায় তাদের পক্ষেই যাবে। অযোধ্যায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে। দেওয়ালির উৎসব নিয়েও সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। শিবসেনার প্রধান উদ্ধব ঠাকরে রায় হিন্দুদের পক্ষেই যাবে বলে ধরে নিয়ে দ্বিতীয় দফার দেওয়ালি করারকথা ঘোষণা করেছেন । মুসলিমদের তরফেও একই দাবি করে বলা হচ্ছে রায় যাবে তাদের পক্ষেই।

রায় নিয় আশা নিরাশার দোলায় দুলছে গোটা দেশ। অযোধ্যার নিয়ন্ত্রণ মুঠোয় পাওয়া নিয়ে দেশ কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত। তবে রায় যার পক্ষেই যাক না কেন ফায়দা বিজেপির। এই কারণেই লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি যাতে ফায়দা তুলতে না পারে তার জন্য কংগ্রেস মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিল সুপ্রিম কোর্টে। এখন রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে লাভবান হবেন মোদি অমিতরা। রায় পক্ষে গেলে সাড়ম্বরে রাম মন্দির নির্মাণ যজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। দেশজুড়ে প্রবল হিন্দুত্বের ঢেউ তুলবে গেরুয়া শিবির। সেই উথালপাথালে আরও কোণঠাসা হবে বিরোধী পক্ষ। কর্মহীনতার মতো জ্বলন্ত সমস্যা চাপা পড়ে যাবে। আর রায় বিপক্ষে গেলে বিজেপি বলার সুযোগ পাবে যে, আদালতেরমাধ্যমে ফয়সালার জন্য সরকারচেষ্টা করেছে। ত্র্যহস্পর্শে দেশজুড়ে আন্দোলন ঝাঁপিয়ে হিন্দুত্বের খুঁটি শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে বিজেপি, আরএসএস ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ। তখনও প্রতিরোধ করার ভাষা খুঁজে পাবে না বিরোধী দল। হিন্দুত্বের বিপক্ষে গিয়ে কোনও দল টিকে থাকার হিম্মত দেখাবে? অযোধ্যা কার্যত শাঁখের করাত, যে দিকেই যাক বিরোধী পক্ষ হবে অসহায়। বিজেপির পোয়াবারো। অযোধ্যা আবর্তে বিরোধী পক্ষ চাপে পড়ে দিশেহারা। তুলনায় বিজেপি শিবির রয়েছে অনেকটাই নিশ্চিন্তে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আধুনিক জীবনের মোক্ষ কিসে ?

বিনোদ ঘোষাল

ঘটনা ১

মাস আষ্টেক আগের কথা। স্কুল থেকে ফিরে এসে আমার ক্লাস ফোরে পড়া ছেলে বলল, 'জানো বাবা, আমার বন্ধু সায়ন দু'দিন ধরে স্কুলে আসছে নী'। সায়ন আমার ছেলের বেস্ট ফ্রেন্ড আমি জানি। একে অপরকে চোখে হারায়। টিফিন ভাগ করে খাওয়া থেকে টুকটাক জিনিসপত্র দেওয়া নেওয়া, ইত্যাদি নিয়মিত চলে। স্কুলে ওদের সেকশনও একই। সায়নের অনুপস্থিতিতে ছেলে যে বশে উদ্বিগ্ন, তা বুঝলাম। আমিও বুঝলাম। সায়ন ছেলেটি পড়াশোনায় যেমন ভাল, ব্যবহারও চমৎকার। ওর বিশেষ গুণ হল, মাউথ অরগ্যান বাজায়। একটি স্কুলে শেখে। দশ বছর বয়সে সায়ন যা বাজায়, তা শুনলে যে কেউ ত্তর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাই ভাববে। আমাদের পাশের পাড়াতেই ওর বাড়ি। লোকাল বেশ কিছু অনুষ্ঠানেও পারফর্ম করেছে। আমি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। সায়ন তো স্কুল কামাই করার ছেলে নয়। কী হল জানা দরকার। ওর বাবার নাম্বার আমার কাছে রয়েছে। ফোন করলাম। উনি তুললেন, গলায় বেশ উচ্ছ্বাস—'হ্যাঁ দাদা, বলুন'।

—আচ্ছা, ছেলের কাছে শুনলাম, সায়ন দু'দিন ধরে স্কুলে আসছে না। কী হয়েছে? শরীর-টরীর..... আমার কথা শেষ হল না, তার আগেই উনি হাসতে হাসতে বেশ গর্বের সঙ্গে বলে উঠলেন—'ওঃ, জানেন না আপনি'?

—কী?

—ও তো ভাইরাল হয়েছে।

---ওঃ আচ্ছা। ডাক্তার দেখিয়েছেন? আসলে এই সময়ের ওয়েদারটা.....

না না, ভাইরাল ফিবার না, জ্বারজারি কিছু হয়নি।— বলে হে হে করে হাসলেন তিনি, তারপর বললেন, 'আসলে এই চারদিন আগেই সায়নের দিদি, মানে সায়নী ভাইয়ের একটা পরাফরম্যান্স ঘরেই মোবাইলে ভিডিও তুলে ওর ফেসবুকে আপলোড করেছিল, তারপর যা হল দাদা......আপনার ফেসবুক নেই'?

আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েই বললাম, 'হুঁ,তো আছে'।

---তাহলে আমার মেয়ের প্রোফাইলে গিয়ে একবার শুধু দেখুন। ভিডিওটা এখনও পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ হাজার ভিউ আর চব্বিশশো শেয়ার পেয়েছে। পুরো ভাইরাল। হা হা হা। হোয়াটঅ্যাপেও এসে গিয়েছে শুনলাম। এই দেখুন না, দু'দিন পরে আপনার মোবাইলেও হয়তো কেউ ফরোয়ার্ড করবে শিওর,হা হা হা। এখন ওই ভাইরাল দ্যাখার পর বেশ কয়েকটা নিউজ চ্যানেলেরনজরে পড়েছে। ছেলেকে নিয়ে ওইসব জায়গাতেই ছোটাছুটি করছি, ইন্টারভিউ, শো ইত্যাদি নিয়ে বুঝলেন না দাদা। হা হা হা

ঘটনা ২

এই দিন পনেরো আগের কথা। ছেলে স্কুলল থেকে ফিরে বলল, 'জানো বাবা, সায়ন চারদিন হল স্কুলে আসছে না'।

আমি হেসে বললাম, 'আবার ভাইরাল হয়েছে বোধহয়।'

ছেলে শুনে বলল, 'না বাবা, সায়নের দিদির ভাইরাল হয়েছে।'

—ওঃ, এবার দিদি। তা ভাল। তুই কোথা থেকে জানলি?

---স্কুলে ম্যামরা আলোচনা করছিলেন।

ম্যামরা আলোচনা করেছিলেন সায়নের দিদির ভাইরাল নিয়ে। একটু খটকা লাগাল। আমি ফোন করলাম সায়নের বাবাকে। ফোন সুইচড অফ। ঘমটা দুয়েক পর আবার করলাম। তখনও ফোন অফ। সেদিন রাতে করলাম। অফ। পরের দিন সকালে, অফ। আমার মনে কেমন যেন খটকা লাগল। যে হাউজিং কমপ্লেক্সে সায়নরা থাকে, ওখানে আমার এক পুরনো কলিগও থাকে। তার সঙ্গে সায়নের বাবার পরিচয় রয়েছে। আমি ফোন করলাম সেই কলিগকে। দু'কথার পরেই জিজ্ঞাসা করলাম—'আচ্ছা, সায়নদের ব্যাপারে কিছু জানো? বাচ্চাটা বেশ কিছুদিন স্কুলে আসছে না, ওর বাবার ফোন অফ। কোনও সমস্যা হয়েছে, না কি বাইরে কোথাও গিয়েছে ওরা?

---সে কী। তুমি জানো কিছু? কলিগ অবাক।

—না কী ব্যাপার?

—বিশাল কেস তো। সায়নের যে দিদিটা এইবারে এইচ এস দিয়েছে, অল্প বয়সে বেশি পাকলে যা হয়—পড়াশোনার বইয়ের থেকে ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম বেশি চেনে। ফেসবুকে একটা ছেলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার তৈরি করেছিল। ছেলেটা পুরো জালি। নিজের বাড়ির লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে ফাঁকা ফ্ল্যাটে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়েযা করার করে। জোর করে নয়, দু'জনে মিলেই বেশ জিময়ে...... হা হা হা। ছেলেটা আবার মোবাইলে সেটার ভিডিও-ও তোলে। কয়েকদিন আগে নাকি মেয়েটার স্কুলের কয়েকজন বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার জোগাড় করে তাদের কাছে সেই ভিডিও ফরোয়ার্ড করে দেয়। ইউটিউবে, আরও কীসব সাইটে যেন আপলোড করে দিয়েছে, সেই ভিডিও তো এখন মার্কেটে পুরো ভাইরাল। ফেসবুকেও ওই ভিডিও ক্লিপিং আর নিউড এইডট করে পোস্ট করা হয়েছে, আমি নিজে দেখেছি প্রায় পঞ্চাশ হাজারের ওফর ভিউ আর হাজার চারেক শেয়ার। দ্যাখ্যা নো ক'দিন পর হয়তো আমার-তোমার হোয়াটসঅ্যাপেও........ওরা তো ফ্ল্যাটে কেউ নেই। বাইরে কোথাও চলে গিয়েছে। শুনেছি মেয়েটা নাকি ফিনাইল খেয়ে সুইসাইডের চেষ্টা.........বেঁচে গিয়ছে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে—ভাই বোন দু'জনে কেমন ফেমাস হয়ে গেল। হা হা হা।

ভাইরাল। এই মৃতপ্রায় ঘিনঘিনে বাস্তব সমাজের সিটিজেনশিপ ছেড়ে দিয়ে তুমুল মোহময় ছায়াজগতের নেটিজেনশিপ গ্রহণ করা আধুনিক মানুষের এক ও ওকমাত্র স্বপ্ন। ওই ছায়াবিশ্বের সকলই শোভন (অন্য মানে করবেন না প্লিজ), সকলই নবীন, সকলই বিমান। ওই দেশে সুনীল আকাশ, শ্যামল কান, বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল। এ এক সব পেয়েছির দেশ। হোক না ছায়া সুকুমার রায়ের সেই ছড়াটা মনে রয়েছে তো? সেই নিয়ম মানলে পেঁপের থেকে পেঁপের ছায়ায় ভিটামিন বেশি, তাই বাস্তবের প্যাচপেচে দুর্গন্ধময় শরীরী জীবনের থেকে এই ফুরফুরে সুরভিত অশরীরী জীবন বড় সুখের বড় আনন্দময়।

আর এই আনন্দময় আইসক্রিমের ডগায় লাল টুকটুকে চেরি ফলটির নাম হল ভাইরাল। নেটিজেন জীবনে এর থেকে পবিত্র, এর থেএক সুন্দর কাঙ্ক্ষিত শব্দ আর দু'টি নেই। ভাইরাল আর মাক্ষ---এই দু'টি আসলে প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আধুনিক জীবনের মোক্ষ কীসে? বিখ্যাত, আরও বিখ্যাত, আরও আরও আরও বিখ্যাত হওয়ার মধ্যে। আর বিখ্যাত মানে হল, ভাইরাল হওয়া। যে যত বেশি ভাইরাল, সে তত বেশি বিখ্যাত। জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন, একবিংশ শতাব্দীতে প্রতিটি মানুষই অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠবে। ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের মতো অলৌকিক পদ্ধতিতে মানুবমূর্তির উপায়টি তিনি দার্শকির দূরসর্শিতার অনেক আগেই টের পেয়ে এই উক্তি করেছিলেন কি না, সঠিক জানি না কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমার চেনা, আমার অচেনা কেউ না কেউ বিখ্যাত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন হচ্ছে? সনাতন ও সহজ উত্তর হল, বিখ্যাত হতে গেলে বিখ্যাত হওয়ার মতো কিছু একটা কাজ করতে হয়, তা সে সৃষ্টিমূলক হোক বা সমাজকল্যাণমূলক, রাজনৈতিক হোক বা সামাজিক—কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বিসেষ অবাদানের জন্য কেই বিখ্যাত হয় বা এতকাল হয়ে এসেছে। কিন্তু নেট দুদিয়ায় বিখ্যাত হতে গেলে বা বলা ভাল ভাইরাল হতে গেলে ওই শর্তপূরণ যে করতেই হবে, তার কোনও মানে নেই। আপনি বিকৃত সুরে কুৎসিত মুখ্যব্যাদান করে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে ভাইরাল হতে পারেন, বিষধর সাপের সঙ্গে অথবা ঝড়ের বেগে ছুটে আসা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলে বিখ্যাত হতে পারেন, গোটা মুখে কাদা মেখে, অথবা নগ্ন হয়ে রাস্তায় ছুটে অথবা আরও অসুস্থ, আরও বিকট কিছু করে বিখ্যাত হতে পারেন। আর ওই সাপের মুখে চুমু বা ছুটন্ত ট্রেনের সঙ্গে সেলফি নিতে গিয়ে যদি আপনারমৃত্যু ঘটে,তাহলে সেই মৃত্যুসৃশ্যটি যে পরিমাণে ভাইরাল হয়ে আপনাকে বিখ্যাত করে দেবে তা আপনার চোদ্দপুরুষের কেউ হতে পারেননি।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

সড়কে আনফিট গাড়ি চলাচল ও এর অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২২।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ফিটনেসবিহীন যান চলাচল এবং ওভারটেকিংয়ের মত অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃর্পরে প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,ওভারটেকিং নামক অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ি সড়কে চালানো দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।তিনি বলেন, কেউ যদি অহেতুক নিয়মের বাইরে গিয়ে গাড়ি বা ট্রাকের আকার পরিবর্তন করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ট্রাফিক পুলিশকেও এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মংলবার সকালে রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৯' উপলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ড্রাইভারদেরও দোষ রয়েছে, কোন গাড়ি তাদের ওভারটেক করলে যেন মাথা খারাপ হয়ে যায়, ঐ গাড়িকে তাদেরও ওভার টেক করতেই হবে। ফলে, দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।'

তিনি বলেন, একটি রাস্তা কেমন লোড নিতে পারে, একটি সড়কে কি ধরনের দু'টি গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে তার একটি আকার নির্দিষ্ট করা থাকে। অথচ, আমাদের দেশে দেখা যায় অধিক মুনাফার আশায় আসন বৃদ্ধির জন্য বা অতিরিক্ত মালামাল পরিবহনের জন্যরে ত্র বিশেযে এক্সট্রা কাম দিয়ে দু'পাশে বেআইনীভাবে গাড়ির আকার বাড়িয়ে নিচ্ছে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে।'

অতীতে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে তৈরি করা এসব যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হলেও পরবর্তীতে তা থেমে যাওয়ার আবার তা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, ষড়ঋতুর এই দেশে ঋতু পরিবর্তন এবং নতুন ঋতু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের বিষয়গুলো ভুলে যাওয়ার মত বৈশিষ্ট্য আমাদের মানসিকতায় রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন। বিষয়টি সড়ক আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী বা আন্দোলনকারীদের দৃষ্টিতে কেন আসেনি সে প্রশ্নও উত্থাপন করেন তিনি।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নির্বাহী সভাপতি শাজাহান খান এমপি, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান একাব্বর হোসেন এমপি, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) আন্দোলনের চেয়ারম্যান চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন এবং সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দোকার এনায়েত উল্লাহ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম স্বাগত বক্তৃতা করেন।

সড়কে যানবাহন এবং পথচারিদের চলাচলেররে ত্র সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনার লয ২০১৭ সালের ২২ অক্টোবর থেকে এই দিনটি সারাদেশে নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।শোভাযাত্রা, পোস্টার ও হ্যান্ডবিল বিতরণ, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ভিডিও চিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভাসহ নানামুখি কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে-'জীবনের আগে জীবিকা নয়, সড়ক দুর্ঘটনা আর নয়।

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে তাঁর সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, সড়ক নিরাপদ করতে গেলে সব থেকে বেশি যেটার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের মানুষের একটা প্রবনতা হচ্ছে দুর্ঘটনা ঘটলে চালককে সবথেকে বেশি গালমন্দ করা।তিনি চালকদের যথাযথ প্রশিণের অভাবে দুর্ঘটনারে ত্রে তাদের ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েই বলেন, 'দুর্ঘটনারে ত্রে কিন্তু কেবল চালক নয় পথচারিরাও অনেকাংশে দায়ী। কারণ, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, ওভার পাস থাকার পরেও দেখা যায় যে পথচারিরা রাস্তার মাঝ খান দিয়ে পারাপার হচ্ছে, ফুটপাত ব্যবহার করছে না। একটি চলন্ত গাড়িকে কেবল হাত দেখিয়ে দৌড় দিয়ে বা মোবাইলে কথা বলতে বলতেই তারা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, গাড়িটাতো একটা যন্ত্র। কাজেই ব্রেক করলেওতো থামতে এর কিছুটা সময় লাগে। কাজেই এই বোধটা বা জ্ঞানতো তাদের থাকতে হবে। সেইসাথে সড়ক চলাচলের যে আইন রয়েছে তাওতো মেনে চলতে হয়। এসব বিষয়ে সচেতনাও সৃষ্টি করা হয় না।তিনি দেশের স্কুল পর্যায়ে ট্রাফিক আইন বিষয়ে শার্থীদের প্রশিণ প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সরকার প্রধান বলেন,এজন্য স্কুল-কলেজ এবং যেসব প্রতিষ্ঠানে অধিক জনবল কাজ করে তাদের মাঝে ট্রাফিক আইন বা ট্রাফিক রুল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় শিা দেয়াটা একান্তভাবে প্রয়োজন।

গাড়ি চালকের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রামের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'চালকরাও মানুষ তাদের যে বিশ্রাম বা আহারের প্রয়োজন রয়েছেন সে বিষয়ে সকলে নজর দেন কি না সন্দেহ, অনেকেই এ নিয়ে ভাবেন না। কাজেই, একজন চালক দীর্ঘণ গাড়ি চালাতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই একটু ঝিমুনি আসতে পারে আর তখনই দুর্ঘটনা ঘটে।তিনি বলেন, 'দূরপাল্লার গাড়ির চালকদেররে ত্রে দেখা যায় যে, বিকল্প চালক না থাকায় অনেককেই অদ হেলপারের হাতে গাড়ি ছেড়ে দেয় এবং দুর্ঘটনা ঘটে।'

চালকদের জন্য সরকার উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রশিণের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ গ্রাম থেকে এসেই গাড়ি বা ভ্যান নিয়ে রাস্তায় নামতে পারবে না, তাদের এজন্য প্রশিণ নিতে হবে এবং লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে 'ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৭-২০২০' গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।তিনি সড়ক দুর্ঘটনা রোধে তাঁর সরকার আরোপিত বিভিন্ন বিধি নিষেধ কার্যকরের বিষয়ে পদপে গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কতৃর্পকে উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানান।যেমন- কোন চালক টানা পাঁচ ঘন্টার বেশি কোন গাড়ি চালাতে পারবে না, অবশ্যই তাকে বিশ্রাম নিতে হবে। দুরপাল্লার যানবাহনে বিকল্প চালকের ব্যবস্থা রাখতে হবে, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে হবে, গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং ওভারটেকিং এর মত অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।এছাড়া, গাড়ি চালানো অবস্থায় এবং পথচারিদের রাস্তা পারাপার এমনকি রেলপথ ধরে হাঁটার সময়ও সময় মোবাইল ফোনের ব্যবহার বন্ধ করা, ফুটপাতকে দখল মুক্ত করা, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং বন্ধ করা (সেজন্য ট্রাফিক পুলিশ জরিমানা হিসেবে টোল প্রথা চালু করতে পারে), বিভিন্ন শপিং মল এবং মার্কেটে পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা, মহাসড়কগুলোতে নির্দিষ্ট দূরত্বে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরী প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হবে।তিনি চালক এবং যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার এবং রিফ্রেসমেন্ট সেন্টার তৈরীতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।তাঁর সরকার পেশাদার এক লাখ দ গাড়ি চালক তৈরীর জন্য কাজ করছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, একই সঙ্গে ৩ লাখ দ দাড়ি চালক তৈরীর জন্য নতুন একটা প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার এবং ড্রাইভার প্রশিণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি এ সময় স্কুল পর্যায়ে ট্রাফিক আইন প্রশিণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প থেকেও উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

শিতি জনগোষ্ঠী কেন ট্রাফিক আইন মানবে না, প্রশ্নটি উত্থাপনকরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সড়ক দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু কারও কাম্য নয়, কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করুক সেটাও কাম্য হতে পারে না, কত মানুষের জীবন এভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেজন্যই আমরা চাই সব সময় একটা নিরপদ সড়ক ব্যবস্থা থাকুক, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক।দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা চাই সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। কারণ, দেশটা আমাদের, একটা মানুষের তি হলে সে যেই হোক এদেশের কোন না কোন পরিবারেরইতো সে। কাজেই, সেই পরিবারের ভবিষ্যতটা কি হবে, সেটাওতো চিন্তা করতে হবে।'

নিরাপদ সড়কের জন্য তাঁর সরকার 'সড়ক পরিবহন আইন- ২০১৮' প্রণয়ন করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আইনটিকে দ্রুত কার্যকর করারও আহবান জানান এবং বলেন, 'আমরা মহাসড়কগুলো চারলেনে রূপান্তর, বিপজ্জনক বাঁকগুলো মেরামতসহ বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন করছি। ফলে, দুর্ঘটনা কমে এসেছে। জনগণ আরো সচেতন হলে তা একেবারেই কমে আসবে।'

শক্তিশালী নেতৃত্ব, স্থিতিশীলতা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল করে তুলেছে : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২২।। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, শক্তিশালী নেতৃত্ব, সুশাসন, আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বাংলাদেশকে উন্নয়নের এক অনন্য মডেল করে তুলেছে। তিনি মরক্কোর প্রাচীন রাজধানী মারাকাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিচার সম্মেলনে এ কথা বলেন। জাস্টিস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট : চ্যালেঞ্জ এন্ড স্টেকস প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২১ ও ২২ অক্টোবর দুইদিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে তিনি বলেন, ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেররে ত্র অভূতপূর্ব ও সাফল্য অর্জন শুরু করে এবং তথাকথিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' থেকে বাংলাদেশ এখন বিস্ময়কর উন্নয়নের দেশে পরিণত হয়েছে। এ অর্জন বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ হয়ে (রোল মডেল) দাঁড়িয়েছে।তিনি বলেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আউটলুক-২০১৯ বাংলাদেশকে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এইচএসবিসি ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে ২৬ তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ এবং বিশ্বের তিনটি দ্রুততম অর্থনীতির দেশের একটি। আনিসুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লয জিডিপির কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যকর পদপে নিয়েছে। বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য পৃথক রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপন, অবকাঠামোগত সুবিধা,ওয়ান স্টপ সার্ভিসসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে।

এছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারিতে পরপর তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব গ্রহণের পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের প্রতি তার 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে আরও জোরদার করেছেন।মন্ত্রী বলেন, স্পেকটেটর সূচক ২০১৯ অনুসারে বাংলাদেশ গত ১০ বছরে সর্বাধিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিগত দশ বছরে, দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে সাত শতাংশ। এটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮.১৩ শতাংশে পৌঁছেছিল এবং চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এটি ৮.২ শতাংশ হওয়ার ল্য মাত্রা স্থির করা হয়েছে।মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকার এখন "ভিশন ২০২১" অর্জনের কাছাকাছি। তাঁর সরকার ভিশন ২০২১ অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিশন অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে, বাংলাদেশে এখন একটি বিশাল আর্থ-সামাজিক রূপান্তর শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও ুধামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সংবিধান এবং অসংখ্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তিনি দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আইনী রূপ দিয়েছিলেন এবং দেশকে একটি শক্তিশালী আইনি ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন।

১৪ দলের গোলটেবিলে অনুপস্থিত রাশেদ খান মেনন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২২।। একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে এক মন্তব্যের জন্য জোটে সমালোচনার মুখে থাকা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননকে ছাড়াই হল ১৪ দলের গোলটেবিল বৈঠক।

মঙ্গলবার ঢাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ-ভারত সমঝোতা স্মারক' শীর্ষক এই গোলটেবিল বৈঠক হয়।এই বৈঠকে অনুপস্থিত থাকার জন্য দলের আসন্ন কংগ্রেস নিয়ে ব্যস্ততাকে কারণ দেখিয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি মেনন।অন্যদিকে ১৪ দলের মুখপাত্র আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, মেননের বক্তব্য নিয়ে আলোচনায় বসবে জোট।

দুই যুগ ধরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটে রয়েছে মেননের ওয়ার্কার্স পার্টি। জোটের হয়ে শেখ হাসিনার সরকারে মন্ত্রীও হয়েছিলেন মেনন, একাদশ সংসদ নির্বাচনেও ঢাকার একটি আসনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে জয়ী হন তিনি।গত শনিবার বরিশালে দলের এক অনুষ্ঠানে একাদশ সংসদ নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মেনন। ওই নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেননি বলে দাবি করেন তিনি, যে অভিযোগ বিরোধী দলগুলো করে আসছিল। ওই বক্তব্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে তুমুল আলোচনার মধ্যে মেনন এক বিবৃতিতে বলেন, তার বক্তব্য খণ্ডিতভাবে প্রচার হওয়ায় ১৪ দলে ভুল বার্তা যাচ্ছে।

তারপরও আওয়ামী লীগের নেতারা মেননের কড়া সমালোচনা করে চলছেন। যাঁ বের সাম্প্রতিক অভিযানে ফকিরাপুল ইয়ংমেন্স কাবে অবৈধ ক্যাসিনো পাওয়ার কথা তুলছেন তারা, যে কাবে চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন ওই এলাকার সংসদ সদস্য মেনন। এবার মন্ত্রিত্ব না পাওয়ার হতাশা থেকেও মেননের এই ধরনের বক্তব্য আসতে পারে বলেও মন্তব্য এসেছে।এই পরিস্থিতিতে মেননকে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের গোলটেবিল বৈঠকে আসতে মানা করা হয় বলেও গণমাধ্যমে খবর এসেছে।

মঙ্গলবার ওই গোলটেবিলে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে মেনন বলেন,আমাদের দলের জাতীয় কংগ্রেস সামনে। এটা নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত। আজকে যেতে পারব না আমার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের কারণে, এটি ১৪ দলের মুখপাত্র নাসিম ভাইকে আমি জানিয়েছি।এই বৈঠকের দিনই ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস দল ছেড়েছেন। দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আদর্শচ্যুতির অভিযোগও করেছেন তিনি।নিজে না গেলেও দলের প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়টি জানিয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি বলেন, আমার দলের সাধারণ সম্পাদক গিয়েছেন। একজন পলিটব্যুরোর সদস্য গিয়েছেন। আজকের প্রোগ্রামটি মূলত ছিল গোলটেবিল বৈঠক। তাতে আমার না গেলে সমস্যার কী আছে?ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা এই গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

জোটের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, তরীকত ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারি, গণআজাদী লীগের সভাপতি এস কে শিকদার প্রমুখ।আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম, মুহাম্মদ ফারুক খান, কামরুল ইসলাম বৈঠকে বক্তব্য রাখেন।

মেননের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে ১৪ দলের মুখপাত্র নাসিম বলেন,তার পার্টির সেক্রেটারি এসেছেন। তিনি কেন আসেননি, তা আমি বলতে পারব না।নির্বাচন নিয়ে মেননের বক্তব্যের বিষয়ে তিনি বলেন,১৪ দল কোনো ব্যক্তির নয়, এটা জোট। তার বক্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১৪ দলের এই গোলটেবিল আলোচনায় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে নানা অপপ্রচারের অভিযোগ তোলেন আওয়ামী লীগ নেতারা।নাসিম বলেন,বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের স্বর্ণ অধ্যায় চলছে এখন। একটি মহল এখনও এ বন্ধুত্বকে বাঁকা চোখে দেখছে। যারা এ বন্ধুত্বকে বাঁকা চোখে দেখছেন, তারা কোনো কিছুই সোজা চোখে দেখেন না।বাংলাদেশে এখন গুজব আর অপপ্রচার চলছে। এসব গুজব ও অপ্রপ্রচারের জবাব দিতে হবে তথ্য দিয়ে।

জাসদ সভাপতি ইনু বলেন,একটি মহল স্বাধীনতার পর জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে, দেশের স্বার্থ বিলিয়ে ভারতের সঙ্গে চুক্তি করা হচ্ছে বলে জিগির তুলে আসছে। কিন্তু তারা বারবার মতায় এসেছে, কিন্তু কোনো চুক্তিই বাতিল করেনি।তারা পাকিস্তানের চশমা দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে দেখছে। দেশ লাভবান হয়েছে, অর্থনৈতিক সুবিধা বেড়েছে। পাকিস্তানের চশমা দিয়ে দেখলে এসব চোখে পড়বে না। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ফারুক খান বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন,ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এ দেশে আশ্রয় দিয়ে, অস্ত্রের ট্রেনিং দিয়ে, তাদের জন্য দশ ট্রাক অস্ত্র এনে ভারতের কাছে মাফ চেয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেতা কামরুল বলেন, একাত্তর সালে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম, তাদের বিরুদ্ধে এখনও যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আগে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে, এখন তাদের গুজব-অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বাদশা বলেন, বাংলাদেশের স্বার্থ দেখার পাশাপাশি ভারতের মতো প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ পেতেই পারেন।বিএনপি বলছে, বঙ্গোপসাগারে রাডার স্থাপনের মাধ্যমে চীনের উপর নজরদারি করবে ভারত। কিন্তু এ রাডারের মালিকানা বাংলাদেশের, যা দিয়ে আমরা সমুদ্রসীমার উপরে কঠোর নজরদারি রাখতে পারব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড় সেলিম মাহবুব গোলটেবিলে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।আলোচনায় অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, বিরোধী মহলের কাছে ভারত বিরোধিতা তুরুপের তাস। তারাই মতায় থাকলে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। সুতরাং তাদের এসব বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নেই।

ভোলার ঘটনা নিয়ে নাশকতা: চট্টগ্রামে তিন শিবির নেতাসহ আটক ১৮

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২২।। ভোলায় সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা নিয়ে নাশকতা সৃষ্টির পরিকল্পনার অভিযোগে চট্টগ্রামে ইসলামী ছাত্র শিবিরের তিন নেতাসহ ১৮ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত বাকলিয়া থানার শান্তিনগর আবাসিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় বলে বাকলিয়া থানার ওসি নেজাম উদ্দিন জানিয়েছেন।আটকদের মধ্যে কোতোয়ালি থানার ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি মো. আশরাফুল (২৪), মহাসীন কলেজের ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি মিজবাহ উদ্দীন হাবিব (২৪),দারুল উলুম মাদ্রাসা চন্দনপুরার ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি রাকিবুল হাসান (২১), দেওয়ান বাজার ওয়ার্ড ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি মো. সাইমন (২৩) রয়েছেন।

ওসি নেজাম বলেন,ভোলার ঘটনা নিয়ে চট্টগ্রামেও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির জন্য বাকলিয়া শান্তিনগর আবাসিক এলাকায় শিবিরকর্মীরা জড়ো

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের চিফ হুইপের সাথে ত্রিপুরার প্রাদেশিক কংগ্রেসের চিফ হুইপের সাাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২২।। চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরীর সাথে তাঁর সংসদ ভবনস্থ কার্যালয়ে মঙ্গলবার ভারতের ত্রিপুরার প্রাদেশিক কংগ্রেসের চিফ হুইপ কল্যানী রায় সৌজন্য সাাৎ করেছেন। সাাতকালে তাঁরা দুই দেশের সংসদীয় রীতি-নীতি, সংসদীয় কার্যক্রম এবং দ্বিপাকি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।এ সময় হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন এমপি ও নাহিদ ইজাহার খান এমপি উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখায় বিশ্বাস করে : নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২২।। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নীতিতে বিশ্বাস করে।তিনি বলেন, 'আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া পররাষ্ট্রনীতিই হচ্ছে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়। আমরা আন্তর্জাতিক সব আইনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল।'প্রতিমন্ত্রী গত সোমবার স্পেনের মালাগায় আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (আইএমও) আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে এ কথা বলেন।সে দেশের মালাগা শহরের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল তরমালিনোতে তিনদিনব্যাপী এ সম্মেলন সোমবার শুরু হয়।নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মঙ্গলবার জানানো হয়, ১৭৬টি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। বিশ্বের ৭৬টি দেশের নৌপরিবহন মন্ত্রী এতে যোগ দেন। এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০১২ সালের কেপটাউন ঘোষণায় গৃহিত পদপেসমূহকে অনুসরণ করা। আইএমও প্রণীত তরমালিনো কনভেনশনের অনুসমর্থনে ভূমিকা রাখা।

আইএমও সভাপতি কিটাক লিন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের সাগর বিষয়ক উপদেষ্টা পিটার টমসন উপস্থিত ছিলেন।নৌ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সেফ ফিশিং ডিকারেশন-২০১২ (নিরাপদ মৎস্য আহরণ ঘোষণা) বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এর অনেক বিষয়গুলো খুবই ব্যয়বহুল। উপকূলে নিরাপদ মৎস্য আহরণের পরিবেশ তৈরিতে আন্তর্জাতিক সব দেশের একটি দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ মনে করে এ সম্মেলন থেকে সবাই দায়িত্ব পালনে আরও সচেতন হবে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সব আইন অনুসরণ করে। প্রত্যাশা বিশ্বের সবাই আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি মেনে চলবে। না হলে সফল হওয়া যাবেনা।বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, আইএমও'তে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রতিনিধি ড় শাহনেওয়াজ এবং স্পেনের বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর রেদওয়ান আহমেদ। সম্মেলন শেষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তরমালিনো ঘোষণায় নিরাপদ ও বৈধ মৎস্য আহরণে অনুপ্রাণিত করার জন্য আনীত কনভেনশনে অনুস্বার করবেন।

দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেওয়া হবে না : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২২।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেওয়া হবে না। যারা দেশকে অস্থিতিশীল করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের নতুন ভবনে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমানের পরিচালনায় সভায় আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক সম্পাদক ড় শাম্মি আহমেদ, সংগঠনের উপদেষ্টা এম এ গনি, ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. হুমায়ুন কবির, ফ্রান্স আওয়ামী লীগ নেতা মো. আতিকুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত চলছে। তারই অংশ হিসেবে ভোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি মহল আন্দোলনের পায়তারা করছে। দেশের শান্তি বিনষ্ট করার সুযোগ তাদের দেওয়া হবে না।

সর্বইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেয়ার কাজ চলছে। বিদেশে যারা আওয়ামী লীগ করেন তাদেরকেও অনুপ্রবেশকারীদের সংগঠন থেকে বের করে দিবেন।২০০৭ সালে ওয়ান ইলেভেনের সময় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করলে ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট দেশে আন্দোলন করেন উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর সামরিক শাসকরা দেশের মতা কুগিত করে রেখেছিল।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ নেতৃত্বের কারণে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় মতায় অধিষ্ঠিত হয়। তাঁর দ নেতৃত্বের কারণে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে পাকিস্তানীরা হতাশ হচ্ছে।তিনি বলেন, আমরা সর্বেত্রে এগিয়ে যাচ্ছি। দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। গ্রামে এখন আর কুড়ে ঘর দেখা যায় না। বাড়ি থেকে বের হয়ে কাদা মাটির রাস্তা পাড়াতে হয় না। এটি বিএনপির ভালো লাগে না।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপির সমালোচনা করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারা দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করছে কিন্তু সেটি স্বীকার করে না। পদ্মা সেতু নিয়ে অনেকবার বিরোধীতা করেছে। সমালোচনা করেছে। পদ্মা সেতু ব্যবহার করবে কিন্তু সেটি স্বীকার করবে কি-না সেটিই প্রশ্ন। ড় হাছান বলেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে ফেসবুকে অপপ্রচার চালানো হয়। অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর দৃষ্টি রাখছে। আইন-শৃঙ্খলা রাকারী বাহিনী সজাগ রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ১৮তম ন্যাম সম্মেলনে যোগ দিতে কাল আজারবাইজান যাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২২।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮তম জোট নিরপে আন্দোলন (ন্যাম) সম্মেলনে যোগ দিতে কাল বৃহস্পতিবার চারদিনের সরকারি সফরে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন। ১শ' ২০টি উন্নয়নশীল দেশের ফোরাম ন্যামের দুই দিনের সম্মেলনটি আগামী ২৫ ও ২৬ অক্টোবর আজারবাইজানের রাজধানী বাকুর কংগ্রেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বলেন, অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ন্যাম সম্মেলনে যোগ দিবেন।সফর সূচি অনুযায়ী কাল বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ বিমান বাকুর উদ্দেশে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করবে।প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী ফাইটটি বাকু হায়দার আলিয়েভ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওই দিন স্থানীয় সময় রাত ৮ টা ৫৫ মিনিটে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর পর মোটর শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে হিলটন বাকু হোটেলে নিয়ে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রায় একবছর নিশ্চুপ থেকে ফের ''মুঘল''র কাজে ফিরলেন আমির

মহানগর ওয়েবডেস্ক: গত বছরেই গুলশন কুমারের বায়োপিক ছেড়ে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন আমির খান। কারণ ছিল এই সিনেমার পরিচালক সুভাষ কাপুরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। তবে বছর ঘুরতেই ফের এই সিনেমার কাজে ফিরলেন আমির। গতকাল নিজেই সেই বিষয়ে জানিয়েছেন এই অভিনেতা। তিনি এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, ''দেখুন, কিরণ আর আমি মুঘল সিনেমাটি প্রযোজনা করব। এবার অভিনয়টাও করব, আমরা যখন সিনেমাটির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন কেউ জানতাম না সুভাষ কাপুরের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ উঠেছে। পাঁচ বছর আগের ঘটনা কিন্তু অভিযোগটা সত্যি হতে পারে। মিডিয়াতে যা দেখলাম তাতে করে নিজেদের সরে যাওয়াটা শ্রেয় বলে মনে হল। কিন্তু যখন জানলাম তখন খুবই বিরক্ত লেগেছিল আমার। তখন কিরনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করি। এক সপ্তাহ চিন্তাভাবনা করে সিনেমাটি ছাড়ি।''আমির জানান, ''কিন্তু পড়ে আমার রাতে ঘুম হয়নি, ঘটনাটি ঘটেছে সুভাষের সঙ্গে। সত্যি কী মিথ্যা জানি না। তাঁর জন্য এত বড় শাস্তি আমি তাঁকে দিতে পারি না।'' আমির আরও জানান, ''তারপর আমরা ভাবলাম, ওই মহিলার সঙ্গে কথা বললাম। তবে এটা আমার মনে হয়েছে সুভাষের কিছু কাজ হয়ত ভুল হয়েছে। তাই তখন সিনেমার কাজটি ছেড়ে দিই। কিন্তু বেশ কিছুদিন পর ভূষণ কুমার আমাকে ফোন করে বলেন আপনি জীবনে অনেক চরিত্র করেছেন কিন্তু আমি চাই আমার বাবার চরিত্রে আপনিই অভিনয় করুন। এই চিত্রনাট্য আপনার জন্য লেখা। এই কথার পর অনেক চিন্তাভাবনা করে আমি ফের মুঘলে কাজ করতে রাজি হই।''''মুঘল সিনেমাটি করছি মন থেকে, আবেগের বশে। কিছু মানুষ আমার উপর হয়ত চটে গিয়েছে এই সিদ্ধান্তের বদলের জন্য, কিন্তু আমার মনের কথাই আমি শুনব। এটাই ঠিক সিদ্ধান্ত তাই এবার মুঘল প্রযোজনাও করব ও অভিনয়।'' প্রায় একবছর পর সিদ্ধান্তে বদল করে ''মুঘল'' সিনেমার কাজ নিয়ে ফিরলেন আমির। যেটা তাঁর ফ্যানেদের কাছে একটা বড় পাওনা বলাই যেতে পারে। আমির আপাতত ব্যস্ত তাঁর আগামী সিনেমা ''লাল সিং চাড্ডা'' নিয়ে। যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে আগামী বছর মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি।

মায়ের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে অভিনব পদক্ষেপ জাহ্নবীর

মুম্বই- প্রথম ছবি মুক্তির আগেই মা-কে হারিয়েছিলেন জাহ্নবী কাপুর। মায়ের স্মৃতি কখনওই ভোলা যায় না। তাই প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রীদেবীর ছবি পোস্ট করেন তিনি। কিন্তু একবার অভিনব পদ্ধতিতে শ্রীদেবীর স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিলেন জাহ্নবী।সম্প্রতি জাহ্নবী একটি মার্সিডিজ মেব্যাচ কিনেছেন। এই গাড়িতেই বিশেষ ভাবে মায়ের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শ্রীদেবী গাড়িতে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করতেন, সেই নম্বরেই নিজের গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাহ্নবী।শ্রীদেবীর মার্সিডিজ বেনজ এস ক্লাসের নম্বরে শেষ চারটি সংখ্যা ছিল ৭৬৬৬। জাহ্নবীর গাড়ির নম্বরেও শেষট চার সংখ্যা ৭৬৬৬। নতুন গাড়ির পাশে জাহ্নবীর এই ছবি এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জাহ্নবীর এই নতুন গাড়ির দাম ২-২.৩০ কোটি টাকা। এছাড়াও জাহ্নবীর কাছে একটি অডি ও মার্সিডিজ বেনজ জিএলএস রয়েছে। এবার তাঁর সংগ্রহে যুক্ত হলো এই নতুন মার্সিডিজ মেব্যাচ।এই গাড়িটি দীপিকা পাড়ুকোন, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, হৃতিক রোশন, রানি মুখোপাধ্যায়, ইমরান হাশমি, করণ জোহর, রাকেশ রোশন, ভূষণ কুমারের কাছেও আছে।প্রসঙ্গত, ধড়ক ছবিতে অভিনয় করে কেরিয়ার শুরু করেন জাহ্নবী। এই মুহূর্তে তিনি রাজকুমার রাওয়ের বিপরীতে রুহি আফজা নামে একটি হরর ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এই ছবির জন্য আগ্রায় বেশ কিছুদিন শ্যুটিং করেছেন জাহ্নবী। এছাড়াও সম্প্রতি তিনি দ্য কার্গিল গার্ল নামে একটি ছবিতেও অভিনয় করছেন। এটি গুঞ্জন সাক্সেনার বায়োপিক।দোস্তানা ২-তেও অভিনয় করছেন তিনি। এই ছবিতে কার্তিক আরিয়ান রয়েছেন জাহ্নবীর বিপরীতে।

কবীর সিং''-এর সাফল্যের পর ফের তেলেগু সিনেমার রিমেকে শাহিদ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ''কবীর সিং'' সিনেমার সাফল্যের জন্য শাহিদ আপাতত খবরের চর্চায় রয়েছেন। তেলেগু সিনেমার রিমেক অরজিনাল ভার্সানের থেকেও সুপারহিট হওয়ার জন্য শাহিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে বলিউড। এবার সেই সাফল্যের কথা মাথায় রেখেই শাহিদকে আবারও দেখা যাবে আরও এক তেলেগু সিনেমার রিমেকে। সিনেমার নাম ''জার্সি''। গৌথাম তিন্নানুরি ছিলেন মুখ্য চরিত্রে তেলেগু ভাষাতে। তবে পরিচালক একই রয়েছেন, তিনিই শাহিদের সঙ্গে বানাবেন ''জার্সি'' সিনেমার হিন্দি রিমেক। সিনেমার গল্পটি হল, একজন পরিশ্রমী ক্রিকেটার যার জীবনের প্রত্যেকটা সংগ্রামের লড়াই ফুটে উঠবে সিনেমাতে।এই সিনেমাতে তেলেগু সিনেমার সুপারহিট অভিনেতা নানিকেও দেখা যাবে অভিনয় করতে। একজন ক্রিকেটারের ব্যর্থতা কিংবা জেতার লড়াইয়ের গল্প কিংবা ভারতীয় দলে কীভাবে প্রবেশ করতে গিয়ে নানা ধরনের রাজনীতির শিকার সবটাই দেখানো হবে ''জার্সি'' হিন্দি রিমেকে। সূত্রের খবর, এই সিনেমাতে অভিনয় করার জন্য শাহিদ ৩৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক চেয়েছেন, এরই সঙ্গে সিনেমার সাফল্যের জন্য বক্স অফিসে যে আয় হবে তাঁর ৩০ শতাংশ দিতে হবে শাহিদকে। এই শর্তেই সিনেমাটি করতে রাজি হয়েছেন শাহিদ কাপুর।এই সিনেমার হিন্দি রিমেকে শাহিদের বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে তেলেগু অভিনেত্রী শ্রদ্ধা শ্রীনাথ। এই সিনেমাতে শুধুমাত্র একজন ক্রিকেটার নয় সেই খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত জীবন তুলে ধরা হবে, তাঁর জীবনের লড়াই কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্ক সবটাই দেখানো হবে বলিউডে। তেলেগুতে যঠেষ্ট জনপ্রিয় হয় ''জার্সি'' সিনেমাটি। যদিও শাহিদ নিজে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানাননি এই সিনেমা সম্পর্কে।

হ্যাকার

প্রেসকার্ড নিউজ ডেস্ক ; হ্যাকার হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি নিরাপত্তা/অনিরাপত্তার সাথে জড়িত এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বল দিক খুঁজে বের করায় বিশেষভাবে দক্ষ অথবা অন্য কম্পিউটার ব্যবস্থায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম বা এর সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। সাধারনভাবে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার নামে পরিচিত।এছাড়া আরো নৈতিক হ্যাকার রয়েছেন (যারা সাধারনভাবে হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার নামে পরিচিত) এবং নৈতিকতা সম্পর্কে অপরিষ্কার হ্যাকার আছেন যাদের গ্রে-হ্যাট হ্যাকার বলে। এদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য প্রায়শ ক্র্যাকার শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যা কম্পিউটার নিরাপত্তা হ্যাকার থেকে একাডেমিক বিষয়ের হ্যাকার থেকে আলাদা করার জন্য ব্যবহার করা হয় অথবা অসাধু হ্যাকার (ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার) থেকে নৈতিক হ্যাকারের (হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার) পার্থক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন ভাবে বিপদের সংকেট প্রদানের জন্য লাল রং ব্যবহার করা হয়। ঠিক তেমনি হ্যাকারের হ্যাক করার উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে প্রতীক হিসেবে তিন ধরনের হেড (টুপি) ব্যবহার করা হয়। আর এসব হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার, গ্রে হ্যাট হ্যাকার এবং ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার থেকেই গড়ে উঠে বিখ্যাত হ্যাকাররা।

অসুস্থ আশা অডিও-র এমডি, প্রকাশ্যে রক্তের জন্য আবেদন ঋতুপর্ণার

বেশ কয়েকদিন ধরেই আশা অডিওর এমডি মহুয়া লাহিড়ির শারীরিক অবস্থা ভালোছিল না। সম্প্রতি তাঁর স্বাস্থ্যে অবনতি ঘটায় ভর্তি করা হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই বর্তমানে ডাক্তারের কড়া নজরে রয়েছেন তিনি।খবর পাওয়া মাত্রই টলিউডের বেশ কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখাও করে আসেন।

কিন্তু শনিবার বেজায় সমস্যার সন্মুখীন হতে হয় মহুয়ার পরিবারকে। চিকিতসার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে এ-প্লাস রক্ত। রক্ত যথাযত পরিমাণে না মেলায় সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠালেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যেই মহুয়াদেবীর অসুস্থতার খবর জানিয়ে তিনি লেখেন,- মহুয়াদেবীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো নয়। তাঁকে মেডিকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রয়োজন এ পজিটিভ গ্রুপের রক্ত। কেউ যদি দান করতে ইচ্ছুক হন তবে দ্রুত যোগাযোগ করুন।

জটিল রোগ নিরাময়ে আমপাতার ওয়াইন

সকলেই জানেন, ধূমপান বা মদ্যপান দুটিই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রতিদিন অ্যালকোহল পানে তার ফল যে মারাত্মক এ নিয়ে আর নতুন করে বলবার কিছু নেই। কিন্তু জানেন কি এমন এক ধরনের ওয়াইন আছে যা পানে আপনার ওজনও কমবে ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।বিজ্ঞানীরা আমপাতা থেকে তৈরি করেছেন এমনই অ্যালকোহল যা আপনাকে সুস্থতা দেবে নিশ্চিত।বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমপাতা থেকে যে ওয়াইন তৈরি হচ্ছে তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ ৮ থেকে ১২ শতাংশ। আমপাতার মধ্যে গ্যালিক অ্যাসিড, প্যারাসেটিনিন, সেটিসিন, ক্যালসিয়াম বিদ্যমান থাকে। এই উপাদানগুলো দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে, রোগপ্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায় এবং হাড়ের গঠনে সাহায্য করে।এ ছাড়াও আরও বহু রোগের উপশম করে এই আমপাতা থেকে তৈরি ওয়াইন।যেভাবে তৈরি করা হয়এই ওয়াইন তৈরি হতে ৪০ থেকে ৫০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। যেহেতু আমপাতা সারাবছর পাওয়া যায় তাই খুব একটা সমস্যা হয় না। গ্লুকোজ, কার্বোহাইড্রেট অবং পেপটনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বানানো হয় এই ওয়াইন।গবেষকেরা জানান, কিছুদিনের মধ্যেই ওয়াইন ফার্মও এর উতপাদন শুরু হবে।

বিগ বস ১৩: সিদ্ধার্থ দে-কে মারার হুমকি দিল সিদ্ধার্থ শুক্লা

বিগ বস ১৩-য় যাই হোক না কেন, সিদ্ধার্থ শুক্লা সবেতেই লাইম লাইটে রয়েছেন। বলা যেতে পারে, যে কোনও ব্যাপারেই হোক বিগ বসের বাড়িতে মধ্যমনি হওয়ার সুযোগটা ঠিক তৈরি করে নিচ্ছেন সিদ্ধার্থ। তাঁর বিষয়ে কোনও কথা হোক বা না হোক, প্রত্যেকটা ঝামেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং ঝামেলাটা আস্তে আস্তে সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার টাস্ক চলাকালীন আরতি সিংকে নিয়ে সিদ্ধার্থ দে-র অভব্য মন্তব্যের পর সিদ্ধার্থ শুক্লা এখন সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।সিদ্ধার্থ দের মন্তব্য শোনার পর, শুক্লা উঠে দাঁড়িয়ে রীতিমতো শাসিয়ে, সিদ্ধার্থকে নিজের শব্দ সংযত রাখতে বলেন। শুক্রবার টাস্ক চলাকালীন আরতি সিংকে নিয়ে সিদ্ধার্থ দে-র অভব্য মন্তব্যের পর সিদ্ধার্থ শুক্লা এখন সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।সিদ্ধার্থ দের মন্তব্য শোনার পর, শুক্লা উঠে দাঁড়িয়ে রীতিমতো শাসিয়ে, সিদ্ধার্থকে নিজের শব্দ সংযত রাখতে বলেন।ভীষণ ক্ষিপ্র হয়ে যান এবং বলেন, সিদ্ধার্থ দেকে মারতেও উনি পিছপা হবেন না। তাঁর গায়ে হাত তুলে বিগ বসের চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজি। প্রসঙ্গত, বিগ বসের ঘরে কারও সঙ্গে মারামারি করা যায়না। সিদ্ধার্থ দে একা হয়ে যাচ্ছে দেখে রেশমি তাঁর পাশে দাঁড়ান। শুক্লাকে উদ্দেশ্য করে রেশমি বলেন, যেন সে কখনও কোনও মহিলাকে অসম্মান করেননি। রেশমিকে সিদ্ধার্থ ''নর্দমা'' বলেছিলেন সেকথাও তুলতে ভুললেন না সে।বারে বিগ বসের টাস্কে দুজন ছেলেকে নমিনেট করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। দুটি দলে ভাগ করে খেলা শুরু হয়েছে। একটি দলে রয়েছে পারস, সিদ্ধার্থ দে এবং আর একটি দলে আবু মালিক ওএকটি দলে রয়েছে পারস, সিদ্ধার্থ দে এবং আর একটি দলে আবু মালিক ও আসিম রইজ।এখন বিগ বসের ঘরে রয়েছেন দেবলীনা ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ শুক্লা, আবু মালিক, রেশমি দেসাই, মাহিরা শর্মা, সিদ্ধার্থ দে, শহনাজ গিল, অসীম রিয়াজ, পারস ছাবড়া, আরতি সিংহ।

প্রাকৃতিকভাবে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করবেন যেভাবে

ভ্যাপসা গরম যেন পিছুই ছাড়ছে না। আর এই গরমে একটুতেই নাকাল হতে হচ্ছে। একটু হাঁটাহাঁটি বা খাটনিতেই ঘেমে - নেয় একাকার। শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির কারণে ঘামে দুর্গন্দ দেখা দেয়। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে বাজারে নানা রকম বডি স্প্রে, রোল অন জাতীয় সুগন্ধি পাওয়া যায়ঙ। কিন্তু সেসব সুগন্ধিতে থাকা ক্ষতিকারক রাসায়নিক আমাদের ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। তাই ঘরোয়া উপায়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করার কৌশল জেনে নিন-

গোলাপজল: ঘামের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হলো গোলাপজলের ব্যবহার । স্নানের জলেরসঙ্গে পরিমাণমতো গোলাপজল মিশিয়ে নিয়ে স্নান করুন। এই উপায়টি দীর্ঘক্ষণ দেহকে ঘামের দুর্গন্ধ থেকে দূরে রাখে। এটি খুব কার্যকরী।

মধুঃ একটি পাত্রে সামান্য উষ্ণ গরম জল নিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ মধু মিশিয়ে রেখে দিন। স্নানের শেষে মধু মিশ্রিত জল গায় ঢেলে নিন। এই মিশ্রণটি ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করবে।

বেকিং সোডা ঃ বেকিং সোডা পেস্ট বানিয়ে বগলেলাগিয়ে নিন। এটি ঘামের কটু গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে। তাছাড়া বগলের অতিরিক্ত ঘাম রোধ করার জন্য বেকিং সোডার সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিতে পারেন।

নিম পাতা: নিম পাতার ব্যবহারে ঘামের দুর্গন্ধ রোধ করা যায় সহজেই। ঘামের দুর্গন্ধ হওয়ার জন্য শরীরে যে ব্যাকটেরিয়া দায়ী, সেই ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করার জন্য নিম পাতা খুব উপকারী। কিছু নিমপাতা জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। স্নান করার সময় এই জল ব্যবহার করুন। এই পদ্ধতি শরীরের টক্সিন রোধ করে এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূরে রাখে।

ইয়ারফোন ব্যবহার করুন কানের ক্ষতি না করে

আমরা সবাই জানি ইয়াফোন ক্ষতি করে কানের। কিন্তু গান শুনতে বা সিনেমা দেখতে সবাই ইয়ারফোন ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কিছু নিয়ম মেনে ব্যবহার করলে জীবন ও কান দুই ই বাঁচবে। এমন কিছু কৌশল জেনে নিন এখনই। যে ব্যান্ডের মোবাইল ব্যবহার করছেন, ঠিক সেই ব্যান্ডের ইয়ারফোনই ব্যবহার করুন। প্রতিটি ফোন কোম্পানি তাদের নির্দিষ্ট মডেলের জন্য নির্দিষ্ট ইয়ারফোন তৈরি করে। ফোনের তরঙ্গ কম্পন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ইয়ারফোনের তরঙ্গ, তার ক্ষমতা ঠিক করা হয়।

ইয়ারফোনে গান শোনার সময় সর্বোচ্চ আওয়াজে কখনওই শুনবেন না। এতে কানের পর্দার খুব ক্ষতি হয়। মোবাইলের আওয়াজ মাঝামাঝির বেশি রাখবেন না।

যানবাহনে বসে ইয়ারফোন ব্যবহার করুন। হাঁটার সময় একেবারেই নয়। এতে জীবনের ঝুঁকি থাকবে। একটানা আধ ঘন্টা বেশি ইয়ারফোন ব্যবহার করবেন না। মোবাইলে কোনো সিনেমা দেখতে হলে আধ ঘন্টা পরপর বিরতি নিন। পাঁচ দশ মিনিট বিশ্রাম নিন কানকে।

মন খারাপে ফেসবুক নয়

নানা কারণে আমাদের মন খারাপ হতে পারে, আসতে পারে হতাশা। তবে এই মন খারাপ ভাবটা খুব বেশি সময় স্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু এই মন খারাপ থেকে মন ভালো হওয়ার মাঝের সময়টায় আমরা অনেকেই যা করি তা হচ্ছে, ফেসবুকে কষ্টের কারণ মন যে খারাপ এটা শেয়ার করি।

অনেকে তো খুব কাছের কারো কারণেই যে মন খারাপ , তার কথাও বলে দেই। এতে করে লাভ কী হলো? হয়ত কিছু সময়ের জন্য মনে হতে পারে, যাক একটা ভালো শিক্ষা দেওয়াহয়েছে তাকে। হুম মানছি শিক্ষা হয়ত তার হয়েছে... কিন্তু এই যে নিজের সমস্যাগুলো স্যোশাল মিডিয়ায় দিয়ে কেমন শিক্ষিতের পরিচয় অমরা দিলাম? এতে করে লাভ তো কিছু হয়ই না, বরং ক্ষতি যা হয়:

হতাশা বাড়ে

নিজের মন খারাপ নিয়ে যখন আমরা ফেসবুকে অন্যের ওয়ালে কোনো বন্দুর খুব আনন্দের ছবি দেখি, মনের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস চলে আসে। আমরা হিসেব মেলাতে শুরু করি, আর নিজেদের হতাশা আরও একটু বাড়িয়ে নেই।

ভালো নেই

ফেসবুকের বন্ধুরাসবাই আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত না। এখানে কত ধরনের বন্ধু আছে, রয়েছে কলিগরাও। সবাইজেনে যাচ্ছে আজ বিশেষ কারো সঙ্গে আপনার ঝামেলা হয়েছে, আপনি ভালো নেই। সেই অবস্থায় সারাদিন অফিস করা কেমন বিব্রতকর হবে না?

সময় বেশি

যে কারণে মন কারাপ হয়েআছে, অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে হয়ত তা খুব অল্প সময়েই মন ভালো করে দিতে পারে। কিন্তু যেহেতু ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করা হয়েছে, একটু পরপর কেউ সমবেদনা জানাচ্ছে, কেউ হয়তো ঘটনার জানতে অনুসন্ধা চালাচ্ছে..... তার মানে হচ্ছে বিষয়টি মাথা থেকে যাচ্ছেই ন্য, বরং পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

সম্পর্ক

যার সম্পর্কে অভিযোগ করে, স্টেটাস দেওয়া হলো, ইচ্ছে করলেই কি সম্পর্কটা আবার ঠিক হয়ে যাবে? তিনিও সামাজিকভাবে হেয় হলেন, স্বাভাবিকভাবেই তার মন খারাপ হবে । এটা দেখার আগে হয়ত তিনিই এসে সরি বলতেন। আর এখন?

সম্প্রতি ডেনমার্কের এক গবেষণা সংস্থার সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বিষন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'ফেসবুক'।

সানি দেওল ও করিশমা কাপুরের বিরুদ্ধে চেইন-পুলিং-এর অভিযোগ

অভিনেতা-রাজনীতিবিদ সানি দেওল এবং অভিনেত্রী করিশমা কাপুরের ২২ বছরের পুরানো একটি মামলায় ঝামেলা বাড়তে পারে। ১৯৯৭ সালের একটি চলচ্চিত্রের শ্যুটিংয়ের সময় রেলওয়ে আদালত একটি চেইন-পুলিং মামলায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে।১৯৯৭ সালে, ''বজরং'' ছবির শুটিং চলাকালীন আপলিংক এক্সপ্রেসের চেইন পুলের কারণে ট্রেনটি ২৫ মিনিট বিলম্বিত হয়েছিল, উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। গুরুদাসপুরের সংসদ সদস্য সানি দেওল জয়পুরে এসেছেন।তিনু ভার্মা ও সতীশ শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। সানি ও কারিশমা ছাড়াও স্টান্টম্যান টিনু ভার্মা ও সতীশ শাহের বিরুদ্ধেও এই ছবির শুটিংয়ের জন্য অবৈধভাবে আজমির বিভাগের নরেনা রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশের অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে, ২৪১৩-এ আপলিংক এক্সপ্রেসের চেইনটি টানা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ট্রেনটি ২৫ মিনিটের জন্য বিলম্বিত হয়েছিল। আদালত তিনজন সাক্ষীকে পরবর্তী শুনানির ২৪ শে সেপ্টেম্বর জামিনযোগ্য মামলায় তলব করেছেন।সানি দেওল ও কারিশমা কাপুর দুজনেই রেলওয়ে আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়রা আদালতে একটি আবেদন করেছিলেন। ধারা ১৪১ (ট্রেনের যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতে অযৌক্তিকভাবে হস্তক্ষেপ করা), ধারা ১৪৫ (নেশার মাধ্যমে নেশা), ধারা ১৪৬ বিরুদ্ধে(রেলওয়ের কর্মচারীর কাজে বাধা দেওয়া) এবং ধারাবাহিক ১৪৭(অননুমোদিত প্রবেশ) অভিনেতার বিরুদ্ধে লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।

সংসার ত্যাগ করলেন? শিবভক্ত হয়ে নাগা সাধুর বেশ নিলেন সইফ আলি খান!

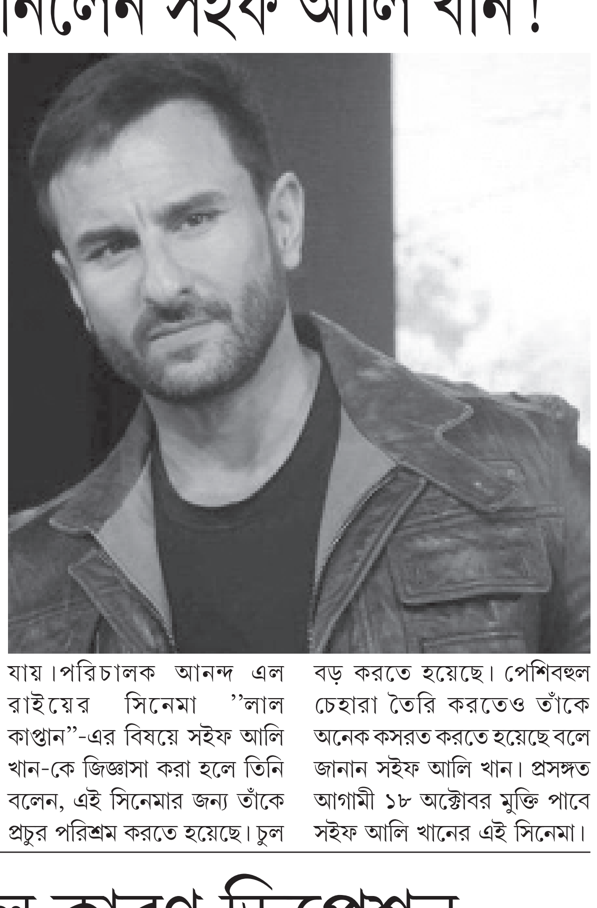

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগা সাধু হয়ে গেলেন সইফ আলি খান। শিবভক্ত (ভোলে কা সিপাহি) হয়ে গেলেন তিনি। মাথায় জট নিয়ে ছাই ভস্ম মেখে, কপালে তিলক কেটে সইফ আলি খান যখন সামনে এলেন, তখন ভয় পেয়ে যান অনেকেই। কি অবাক লাগছে তো শুনে? ভাবছেন, সত্যিই কি সাধু হয়ে গেলেন সইফ আলি খান?বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আসে ''লাল কাপ্তান''-এর ট্রেলার। যেখানে নাগা সাধুর রূপে সামনে এসেছেন সইফ আলি খান। ট্রেলারে কখনও মাথায় জট নিয়ে সামনে আসছেন সইফ, আবার কখনও কপালে তিলক কেটে তাঁকে সামনে আসতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ট্রেলারে একটি মৃতদেহকে টেনে নিয়ে যেতেও দেখা যায় সইফ আলি খান-কে। যা দেখে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে, এ কথা কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায়।পরিচালক আনন্দ এল রাইয়ের সিনেমা ''লাল কাপ্তান''-এর বিষয়ে সইফ আলি খান-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই সিনেমার জন্য তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। চুল বড় করতে হয়েছে। পেশিবহুল চেহারা তৈরি করতেও তাঁকে অনেক কসরত করতে হয়েছে বলে জানান সইফ আলি খান। প্রসঙ্গত আগামী ১৮ অক্টোবর মুক্তি পাবে সইফ আলি খানের এই সিনেমা।

সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ডিপ্রেশন

জানেন কি, সিদ্ধান্তহীনতার অন্যতম মূল কারণ ডিপ্রেশন? ডিপ্রেশন ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণগুলো অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না। সিদ্ধান্তহীনতা ক্রোনিক ডিপ্রেশনের একটি বিশেষ লক্ষ্মণ।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয়েছে, ডিপ্রেশনে ভুক্তভোগীরা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অথবা তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হয়। উল্লেখ করা হয়েছে, মেন্টাল ডিপ্রেশন দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তহীনতা তৈরি করে। দৈনন্দিন জীবনে ক্রোনিক ইনডিসিসিভনেসের প্রভাব আমরা নিজেরাই এ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অনেক সময় সজাগ থাকি না বা থাকতে পারি না। দিনে আমরা কয়েকশো সিদ্ধান্ত নেই ও বহুবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি। যেমন— কখন ঘুমাতে যাবো? কী পরবো? কী খাবো, এখন না পরে? স্নান করবো কী করবো না? ছাতা নেবো কী নেবো না?কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত পৌঁছানো যাবে?কোন কথা কীভাবে, কখন বলবো? বলা ঠিক হবে কিনা?কোনো কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখন যাবো? আজ যাবো কিনা? এতো গেলো সাধারণ ছোট ছোট ব্যাপার। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রোজ অমাদের নিতে হয়। বেশিরভাগ মানুষ এসব সিদ্ধান্ত সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধায় ভোগে। তাদের ধারণা, তরা সুফলদায়ক বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ভবিষ্যত ফলাফল নিয়ে এরা খুব বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগে। ফলে ভুলসিদ্ধান্ত হতে পারে বলে অনেকখানি সময় নেয় তারা।বিষন্নতা কেন দ্বিধান্বিত করে?মোটিভেশনের অভাবে ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ইনডিসিসিভ হয় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে।

মঙ্গলবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

চাঁদা তুলতে গিয়ে শব্দ বাজি বয়কটের আবেদন করতে হবে পুজো উদ্যোক্তাদের, নির্দেশ পুলিশের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর(হি. স.): শব্দবাজির দাপট কমাতে নতুন পদক্ষেপ নিল বিধাননগর পুলিশঊ এবার থেকে চাঁদা তুলতে গিয়ে নিষিদ্ধ বাজি না পোড়ানোর অনুরোধ করতে হবে পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকেঊ এমনি নির্দেশ দিয়েছে বিধাননগর কমিশনারেটঊ পাশাপাশি যেন হয়েছে এবার থেকে শব্দ বাজির দাপট কমাতে মোতায়েন থাকবে পুলিশের ভলেন্টিয়ার পাশাপাশি সাদা পোশাকে থাকবে পুলিশের পদস্থ কর্তারাঊ বিভিন্ন এলাকার গলিতে মোতায়েন করা হবে এদেরঊ কালিপুজোর সময় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শব্দ বাজি ফাটিয়ে চম্পট দেয় লোকজনঊ পরে অভিযোগ এলেও কাউকেই ধরতে পারা যায়নাঊ এবার এই ঘটনাতে রাশ টানতেই এহেন পদক্ষেপ নিয়েছে বিধাননগর পুলিশ।

একই সাথে আবাসন কমিটিগুলিকে নিষিদ্ধ বাজি বন্ধ করার জন্য সচেতন হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকেঊ আবাসনের সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্টেদেরও ইতিমধ্যে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আবাসনে বাজি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ এলে কমিটির পদাধিকারীদেরই তার জবাব দিতে হবেঊ তাই বাজি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কালীপুজোর দিন কয়েক আগে থেকেই আবাসনগুলির বৈঠকে আলোচনা করতে নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ।

এ প্রসঙ্গে বিধাননগরের ডেপুটি কমিশনার (সদর) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "নিষিদ্ধ বাজি আটকাতে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে সমস্যায় না পড়েন তা দেখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে পুলিশ।" দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ ও বিধাননগর পুলিশ সংশ্লিষ্ট এলাকার কোথায় কোথায় বাজির দাপট বেশি সেই অনুযায়ী দুটি তালিকা তৈরী করেছে ইতিমধ্যেইঊ দেখা গেছে, সল্টলেক (উত্তর) থানা, দক্ষিণ সল্টলেক থানার অধীনস্ত এলাকার নাম ওই তালিকায় উপরের দিকেই আছেঊ বাগুইআটি থানার মধ্যে রয়েছে কেষ্টপুর, দমদম পার্ক, চিনার পার্ক ও নারায়ণপুর এলাকা। নিউটাউন থানা এলাকায় রয়েছে, সাপুরজি বাসস্ট্যান্ড, নিউটাউন বাসস্ট্যান্ড থাকদাঁড়ি সংলগ্ন এলাকা। এছাড়া লেকটাউন, বাগুইআটি, নিউটাউন থানা এলাকার লেকটাউন থানার হনুমান মন্দির, শ্রীভূমি, বাঙুর ও জয়া সিনেমা সংলগ্ন এলাকার নামও রয়েছে তালিকায়।

জলপথে ভারতে প্রবেশের সময় দুজন পাকিস্তানীকে গ্রেফতার করল সীমান্ত রক্ষা বাহিনী

আমেদাবাদ, ২২ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে অনুপ্রবেশের জন্য এবার জলপথকে ব্যবহার করছে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীর দলঊ কচ্ছ উপকূলের কাছে হারামী খালের পাশে থেকে সোমবার বিকেল ৫.৩০ নাগাদ নৌকা সহ দুজন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতর করেছে বিএসএফ ৭৯নম্বর ব্যাটালিয়নের সেনারাঊ জেরার মুখে ধৃতরা নিজেদের জেলে বলে পরিচয় দিয়ে জানিয়েছে, তাঁরা পাকিস্তানের নাগরিক।

বিএসএফ ৭৯নম্বর ব্যাটালিয়নের সেনাদের তরফে জানানো হয়েছে, নৌকায় মাছ ধরার সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। ধৃতদের নাম হামজা ও আহমদঊ তাঁরা পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের থাটা জেলার বাসিন্দা। এরপরে, বিএসএফ কর্মীরা গভীর রাত পর্যন্ত সারা খাঁড়ি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। এর আগেও বিএসএফ এই ধরনের নৌকা ধরেছে। চলতি মাসে এই নিয়ে তিনবার কচ্ছ উপকূলে এই ধরনের পাকিস্তানী নৌকা ধরা পড়ার ঘটনা ঘটলঊ এর আগে চলতি মাসের ৫ তারিখেও পাঁচটি খালি নৌকা ধরা পড়েছে। এবার নৌকা সহ দু"জন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী ধরা পরলঊ ধৃত দু"জন পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীকে ভূজের তদন্ত কেন্দ্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সুরক্ষা তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরা অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। প্রসঙ্গত, গত সাড়ে নয় মাসে,১৫ টি নৌকা ধরা পড়েছিল। এর মধ্যে ১১ টি নৌকোই মনুষ্যবিহীন ছিল।

ডিম উৎপাদনে বাংলার স্বনির্ভরতার দাবি

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স) : ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভরতার পথে পশ্চিমবঙ্গ। আগের তুলনায় ডিমের উৎপাদন বেড়েছে রাজ্যে। বহু জায়গায় ছোট ছোট খামার তৈরী করা হচ্ছে। মঙ্গলবার বিষয়টি জানান প্রাণীসম্পদ বিকাশ উন্নয়ন নিগমের এক আধিকারিক।

কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়িতে বাণিজ্যিকভাবে ডিম উৎপাদনে জোর দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, গোটা রাজ্যের মধ্যে বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, বাঁকুড়াতেই সবথেকে বেশী ডিম উৎপাদন হয়।

বর্তমানে রাজ্যে ডিম উৎপাদন হয় দু"কোটি। অথচ প্রতিদিন রাজ্যে ডিমের চাহিদা প্রায় তিন কোটি। বছরদুয়েক আগে কল্যাণী ও বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় মুর্গী ও হাঁসের খামার তৈরী করে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করেছিল রাজ্য সরকার। বেশ কিছু সরকারি খামারের পরিধি বাড়িয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন করার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরেই রাজ্যের ডিমের জোগান ও চাহিদার ফারাক অনেক কমে যাবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ উন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উৎসাহ প্রদান স্কীম প্রকল্প ২০১৭ অনুযায়ী ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগে ৮ লক্ষ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। ১০ হাজার ডিম—উৎপাদনকারী মুর্গীর খামারের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। শর্তসাপেক্ষে মূলধনী অনুদান ছাড়াও মেয়াদী ঋণের ওপরে সুদে ভর্তুকি, বিদ্যুৎ মাশুলে আংশিক মকুব, এমনকী স্ট্যাম্প ডিউটিতেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইউনিয়ন নির্বাচনের' দাবিতে মঙ্গলবার জমায়েত প্রেসিডেন্সিতে

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : ছাত্রছাত্রীস্বার্থে স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইউনিয়ন নির্বাচনের দাবীতে মঙ্গলবার দুপুরে জমায়েতের ডাক দেওয়া হল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রেসিডেন্সির ছাত্রসংগঠন ইন্ডিপেন্ডেন্টস কনসলিডেশনের দাবি, ইউনিয়ন ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের জায়গা। তাই ইউনিয়ন নির্বাচনে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

দীর্ঘদিনের 'হোক ইউনিয়ন' আন্দোলনের জেরে গত ১৭ই তারিখে শিক্ষাদফতর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের নির্দেশিকা জারি করে। এই নির্দেশিকা অনুসারে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাল একটি নোটিশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছে। এই নোটিশে, আগামী ১৪ই নভেম্বর- এই তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্টস কনসলিডেশনের তরফে তিন দফা দাবি করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য, ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে অগণতান্ত্রিক কাউন্সিল মডেলকে রুখে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে পেরেছে শিক্ষার্থীসমাজ- এই নির্বাচন তারই প্রতিফলন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তড়িঘড়ি জারি করা এই নোটিশ নিয়ে উঠে এসেছে একাধিক প্রশ্ন।

ইউনিয়ন হোক সবার। এই দাবি তুলে ইনডিপেনডেন্ট কনসোলিডেশনের তরফে বলা হয়েছে ১। আগামি নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগেই মিডসেম পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান বিভাগের বেশ কিছু বর্ষের ফিল্ড ওয়ার্ক-ও রয়েছে নির্বাচনের তারিখে। সুতরাং এই নোটিশ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পড়ুয়া অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ২। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী সমস্ত রাজনৈতিক দল/মঞ্চের মতামত গ্রহণ আবশ্যিক। কিন্তু এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের নোটিশ জারি করার আগে এমন কোনো মিটিং আয়োজন করেনি। ৩। নোটিশে জানানো হয়েছে, নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট অনুসরণ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে এই স্ট্যাটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থীর কাছে উপলব্ধ নেই। ফলে নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক কী হবে এবং তা কতদূর স্বচ্ছ থাকবে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

ইন্ডিপেন্ডেন্টস কনসলিডেশনের অন্যতম ছাত্রনেতা সায়ন চক্রবর্তীর দাবি, উপরের বিষয়গুলো থেকে যে কথাটা স্পষ্ট, তা হলো, এই অগণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা যদি হয়, ইউনিয়নে সবার মতামত যদি প্রতিফলিত না হয় তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতাই প্রশ্নের মুখে পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের দাদাগিরি যে ইউনিয়নের জন্ম দেবে- সেখানে আমাদের মতামত আদৌ গুরুত্ব পাবে কিনা- উঠে আসে এই প্রশ্নও। এই দাবিকে সামনে রেখে, ইন্ডিপেন্ডেন্টস কনসলিডেশনের পক্ষ থেকে, এদিন একটি জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে।

নওয়াজ শরিফের শারীরিক অবস্থার অবনতি, ভর্তি হাসপাতালে

ইসলামাবাদ, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় সোমবার রাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে নওয়াজ শরিফের ডেঙ্গি জ্বর পরীক্ষা করা হয়। রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। নওয়াজের ব্যক্তিগত চিকিতক ডাঃ আদনান মালিক টুইটারে শেয়ার করে জানিয়েছেন, তাঁর প্লেটলেট কাউন্ট অস্বাভাবিক রকম কমে গিয়েছে।নওয়াজ শরিফের ভাই শাহবাজ শরিফ বলেছেন, যে তার ভাইয়ের যদি কিছু হয় তবে তিনি এর জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে দায়ী করবেন। প্রসঙ্গত, শরিফ চৌধুরী চিনি মিল মামলায় ১৪ দিনের রিমান্ডে রয়েছেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সুচিকিতসার দাবি জানিয়ে তাঁর দলের কর্মীরা রাতেই, লাহোরে, এনএবি অফিসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। মূল গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।

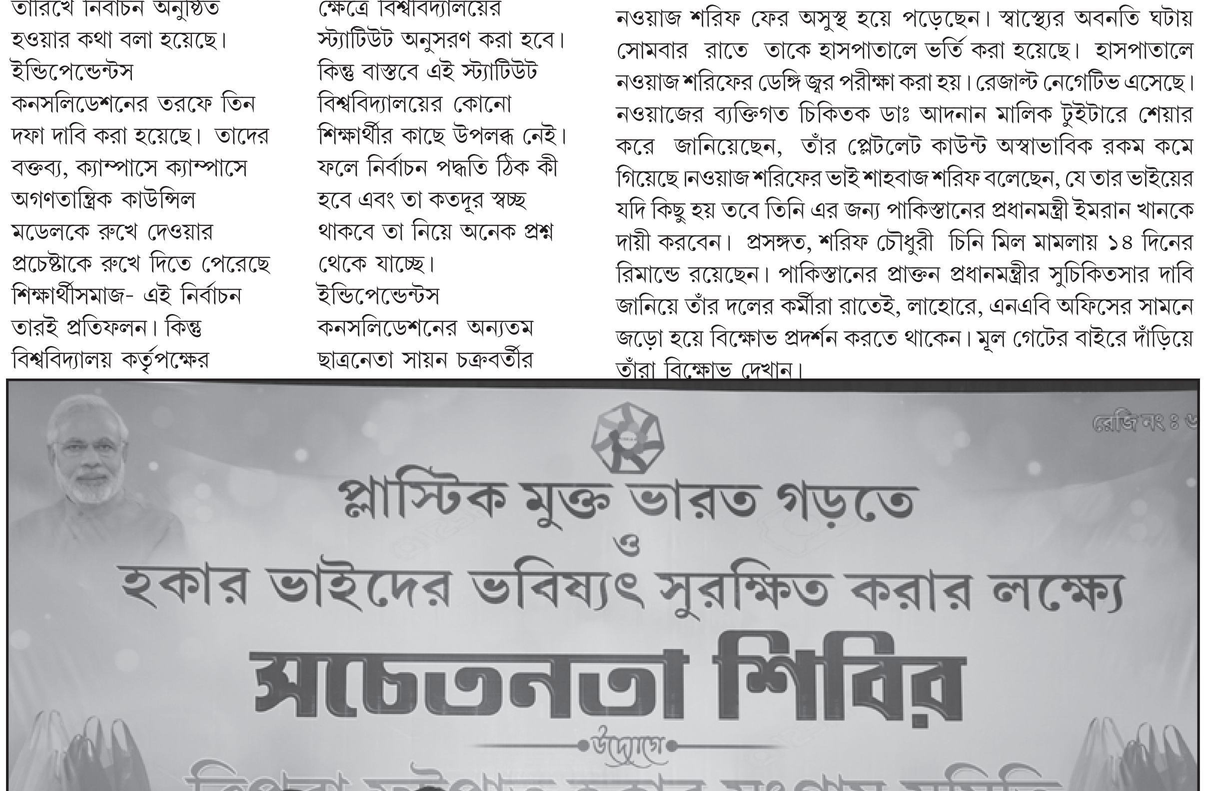

মঙ্গলবার প্লাস্টিক বিরোধী সচেতনতা অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কবি জীবনানন্দের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : মঙ্গলবার কবি জীবনানন্দ দাশের ৬৬ তম প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের এই বিশেষ দিনে টুইটের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ. খুঁজিতে যাই না আর... "রূপসী বাংলা"র কবি জীবনানন্দ দাশের প্রয়াণ দিবসে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।' ১৯৫৪ সালে ২২ অক্টোবর, মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ জীবনানন্দ দাশের কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়, তাতে তিনি 'রূপসী বাংলার কবি' অভিধায় খ্যাত হয়েছেন। অনেকেই জীবনানন্দ দাশকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি বলে মনে করেন। তাঁর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ হল রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা, শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি। জীবনানন্দ দাশের "বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থ নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কৃত (১৯৫৩) হয়। ১৯৫৫ সালে শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটি ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। কবি হিসেবে উল্লেখযোগ্য জীবনানন্দ দাশ বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তবে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তিনি ২১টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন যার একটিও তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকালে অনপনেয়ভাবে বাংলা কবিতায় তার প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে। কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪) সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। বনলতা শুধু মানব মনেই নয় ,সাহিত্য কে সমৃদ্ধ করেছে।

মঙ্গলবার ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে সামিল ব্যাঙ্ক কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

স্বাধীনতা সংগ্রামী আসফাকউল্লা খানের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স) : মঙ্গলবার স্বাধীনতা সংগ্রামী আসফাকউল্লা খানের ১২০ তম জন্মবার্ষিকী ঊ মঙ্গলবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ এদিন টুইটের মাধ্যমে এই শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী ঊ

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর শহিদ আসফাকউল্লা খানের জন্মদিবসে জানাই প্রণাম ঊ" ১৯০০ সালে ২২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন তিনি ঊ পরবর্তিতে ১৯২৭ সালে ১৯ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকারের এদেশে ফাঁসি হয় তাঁর ঊ

আসফাকউল্লা খানের ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বীর যোদ্ধা, যিনি রামপ্রসাদ বিসমিলের সাথে শহীদ হয়েছিলেন। তাদের উভয়কে একই দিনে আলাদা জেলে ফাঁসি দেয়া হয়। আসফাকউল্লা খান ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভারতীয় মুসলিম , যাকে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ফাঁসি দেয়া হয়।

আসফাকউল্লা খান এবং তাঁর সহকর্মীদের কাজকে সম্প্রতিকালে বলিউডের চলচ্চিত্র রঙ দে বাসন্তীতে তুলে ধরা হয় ঊ আমির খান অভিনীত এই সিনেমায় আসফাকউল্লা খানের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কুনাল কাপুর।

এক দিনের অবসরে মঙ্গলবার কলকাতায় নোবেলজয়ী অভিজিৎ

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : এক দিনের অবসরে মঙ্গলবার কলকাতায় আসছেন সদ্য নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাতেই তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে আসার কথা।

অভিজিৎ-এর এবারের কলকাতা সফর মাত্র ২৪ ঘণ্টার। ফের পাড়ি দেবেন আমেরিকায়।

নোবেল জয়ের পর অভিজিৎ-এর এই কলকাতা সফর একেবারে ঘরোয়াই থাকছে। এতটা কম সময় থাকায় রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদিও সংবর্ধনা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে রবিবার থেকেই বিমানবন্দর-সহ শহরের রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় অভিজিৎকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যানার পড়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, বুধবার কোনও এক সময় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সরকারের পক্ষ থেকে অভিজিৎকে সংবর্ধনা জানাবেন। এই একদিনের সফরে প্রেসিডেন্সি ও সাউথ পয়েন্টে অভিজিৎ-এর যাওয়ার কথা রয়েছে বলেই খবর। অর্থাৎ নিজের কলেজ ও স্কুলের বাইরে নোবেলজয়ীর যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। একদিন কাটিয়ে ফের বুধবার রাতে তিনি শহর ছাড়বেন। পাশাপাশি, বুধবার বিকেলের দিকে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করার কথা রয়েছে অভিজিৎ-এর। এই একদিন একেবারেই নিরিবিলিতে কাটাতে চাইছেন বাংলার নতুন গর্ব।

ইরাকে আইএসের হামলায় মৃত্যু ৪ পুলিশের, আহত ৫

বগদাদ, ২২ অক্টোবর (হি.স) : ইরাকের কেন্দ্রীয় প্রদেশ সালাহুদিনে সন্ত্রাসী সংগঠন আইএসের হামলায় মৃত্যু হয় ৪ জন পুলিশ কর্মীর ঊ এই ঘটনায় আহত হন আরও পাঁচজন। ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যায়।

ইরাকের সেনা আধিকারিক খালাফ মোহাম্মদ হুসেন জানান, রাজধানী তিকরিত থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিতি আল্লাস তেলক্ষেত্র ঘটনাটি ঘটে ঊ ওই স্থানের সুরক্ষায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করার সময় জঙ্গিরা এই হামলা চালায়। আল্লাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক ২০,০০০ ব্যারেল তেল উৎপাদন হয়। তিনি আরও জানান, সন্ত্রাসবাদীরা খারাপ আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে তেলক্ষেত্রটি দখল করতে চেয়েছিল ঊ তবে অতিরিক্ত সুরক্ষা বাহিনীর মোতায়েনের পর ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় তাঁরা। যদিও ২০১৪ সালে সন্ত্রাসবাদীরা আল্লাস ক্ষেত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রাধীন করেছিল। সেই সময় নিকটস্থ আজিল তেল ক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলন করেছিল, এবং তার থেকে প্রাপ্ত অর্থ সন্ত্রাসের কাজে ব্যবহার করেছিল।

শর্ট সার্কিট থেকে আগুন নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর বাসে

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : পুড়ে গেল ৫০ লক্ষ টাকা দামের এসি বাস। শর্ট সার্কিট থেকে লাগা আগুনে পুড়ে যায় নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোয় বাসটি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে।

সূত্রের খবর, ৫০ লাক্ষ টাকার ব্যাটারিচালিত বাসটি ডব্লুবিটিসি ছয়মাস আগেই কিনেছিল। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ট্রাম ডিপোয় এসে দাঁড়ায় বাসটি। শ্যামবাজার হয়ে বিটি রোড দিয়ে ডানলপ যাওয়া কথা ছিল। ডিপো সূত্রের খবর, বাসের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণে কাজ চলছিল। মাড গার্ডের ওপরের একটি অংশে ঝালাইয়ের প্রয়োজন ছিল। সেই কাজ শুরু করতেই বিপত্তি। বাসে আগুন লাগতেই এন্টালি দমকল কেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে দুটি দমকলবহিনী এলেও তাতে কাজ হয়নি। বাসের ইঞ্জিন এবং এসি প্যানেল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভূয়ো পুলিশ সেজে প্রতারণা, গ্রেফতার চার

সোনারপুর, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : পুলিশ সেজে প্রতারণার ঘটনায় গ্রেফতার চার। ধতদের মধ্যে একজন এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন আধিকারিক। তার নাম শঙ্কর প্রসাদ নন্দী। এছাড়াও তার সাথে এই কাজে যুক্ত ছিল সুমন সমাদ্দার, মিঠুন দে ও অরুপ মিত্র। এদের প্রত্যেকের বাড়িই যাদবপুর থানা এলাকায়। সোমবার রাতে বাইপাসের পাশে ভিআইপি ধাবা থেকে এদেরকে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের মঙ্গলবার বারুইপুর আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শঙ্কর প্রসাদ নন্দী এই চক্রের মুল মাথা। তিনিই বাকিদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায়

ছয়ের পাতায়

বিপক্ষের ২০টা উইকেট তুলে নেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, জয়ের পর প্রতিক্রিয়া রবি শাস্ত্রীর

রাঁচি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : 'আমরা পিচের দোহাই দিই না। আমাদের লক্ষ্য একটাই ২০টা উইকেট তুলতে হবে আমাদের। সে যেখানেই খেলা হোকউ' মঙ্গলবার ইনিংস ও ২০২ রানের বিশাল ব্যবধানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার পর এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন উচ্ছ্বসিত দলের প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী।
ক্যারিবিয়ান সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করার পর দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও হোয়াইটওয়াশ করেছে। দু''প্লেসি, ডি''ককদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন কোহলিরা। ভাইজ্যাগ, পুণের পর প্রত্যাশা মতই রাঁচি টেস্টেও জয় পেল ভারতীয় দল উ ইনিংস ও ২০২ রানে তৃতীয় টেস্ট জয়ের উচ্ছ্বাস ধরা পরল দলের প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রীর গলায় উ এদিন দলের জয়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমাদের দলের দর্শন হল, পিচ ভোগে যাক! পিচ বাদ দিয়ে দিন। লক্ষ্য একটাই ২০টা উইকেট তুলতে হবে আমাদের। সে যেখানেই হোক না কেন মুম্বই, অকল্যান্ড কিংবা মেলবোর্ন। যখনই আপনি ওই ২০টা উইকেট তুলে নিতে পারবে সঙ্গে আমাদের ব্যাটিংও যদি ক্লিক করে যায়। তাহলেই টিম ইন্ডিয়া যেন স্মুথ-রানিং-ফেরারি।' সঙ্গে তিনি বলেন, ' দলে যখন পাঁচটা বোলার আছে, আর কে ২০টা উইকেট নেবে। ব্যাস এটাই ব্যাপার।'
এদিন রোহিত শর্মার প্রশংসা করে শাস্ত্রী বলেছেন, 'একজন ওপেনারের মানসিকতা অন্যরকম হওয়া দরকার। রোহিত সেটা করতে পেরেছে। ওর মাথায় ছিল, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং যখন পিচের অবস্থার উন্নতি হবে, তখন তার ফায়দা তুলতে হবে। ঠিক সেটাই ও করতে পেরেছে। ভারতে সাধারণত দু'জন খেলোয়াড়ই প্রচারের যাবতীয় আলোয় থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ৬-৭ জন খেলোয়াড় নজর কেড়ে নিয়েছে। (অজিঙ্কা) রাহানেও ছন্দ ফিরে পেয়েছে।'

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে তৈরি কলকাতা

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স): নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে তৈরি কলকাতা। মঙ্গলবারই দেশে ফিরে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরেই সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে আসার কথা অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নোবেলজয়ী অভিজিৎকে স্বাগত জানাতে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ব্যানার ও এলডিতে লেখা হয়েছে 'বাংলা আপনাকে নিয়ে গর্বিত।'
আজ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে কলকাতা বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুরসভা সূত্রে খবর, নোবেলজয়ীকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেও সময়ের স্বল্পতার দরুণ এখনকার মতো তা সম্ভব হচ্ছে না। শিলিগুড়ি সফরের কারণে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের হাতে বরণ করতে পারছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ডিসেম্বরে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা দেবে রাজ্য সরকার।
ছেলে বাড়িতে আসছে বলে কথা, তাই বালিগঞ্জের 'সপ্তপর্ণী'তে এখন সাজ সাজ রব। ব্যস্ততা তুঙ্গে। ছেলের অপেক্ষায় বসে আছেন মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদরের ছেলের যত্নআত্তির সবরকম বন্দোবস্ত সেরে রাখছেন তিনি। পোনা মাছের কালিয়া থেকে মটন কাবাব, বহুদিন বাদে নিজের হাতে রেঁধে ছেলেকে খাওয়াতে মুখিয়ে রয়েছেন মা। ছেলের জন্য কী কী রাঁধছেন মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় ? নোবেলজয়ীর মা বলেন, 'ও সবই খেতে ভালবাসে। মাছ খেতে ভালবাসে। কলকাতার মাছটা ভালবাসে।' মাছের সঙ্গে মেনুতে আর কী কী থাকছে ? জবাবে নির্মলাদেবী জানালেন, 'মটন কাবাব বানাচ্ছি। রসগোল্লার পায়েস করব। এই আপাতত ভেবেছি'।
ইলিশ অত্যন্ত প্রিয় অভিজিতের। কিন্তু বাজারে না পেয়ে ইলিশের বদলে ছেলের জন্য তোপসে ফ্রাই করবেন বলে জানিয়েছিলেন নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই খবরটা জেনেই তাঁকে ফোন করে ইলিশ উপহার দেওয়ার কথা জানান নুসরত। প্রথমে একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়লেও নুসরতের পাঠানো উপহার তাঁরা খুশি মনেই নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলের জন্য বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল ও রসগোল্লার পায়েস রান্না করেছেন বলে জানান তিনি।

জরুরী পরিষেবা

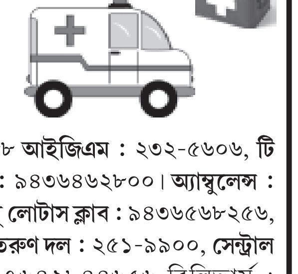

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর
ইকো গাড়িকে ধাওয়া করে কাঠ সহ আটক করে। আটককৃত সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা হবে বলে জানান ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিক। চোরাই কাঠ সহ দুটি গাড়ির সাথে দুই ব্যক্তিকে আটক করে বনকর্মীরা। ধৃতদের নাম ঝুটন সরকার (৩০), বিশ্বজিত দত্ত (৩৩)। ধৃতদের বাড়ি সিধাই মোহনপুরের তারানগরে। এনিয়ে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার জানান, এমন চোরাই কাঠ বিরোধী অভিযান সর্বদা জারি থাকবে।

দীপাবলি

● প্রথম পাতার পর
উদয়পুর থেকে ছাড়বে সকাল ৫টা ৩০ মিনিটে এবং আগরতলা এসে পৌঁছবে ৬টা ৩০ মিনিটে। আগরতলা থেকে ট্রেনটি সকাল ৭টায় রওয়ানা দিয়ে ধর্মনগর গিয়ে পৌঁছবে সকাল ১১টায়। এই বিশেষ ট্রেন কুমারঘাট, মনু, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া এবং জিরানিয়ায় ২ মিনিটের জন্য এবং ধর্মনগর থেকে উদয়পুরের মধ্যে অবশিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে ১ মিনিটের জন্য দাঁড়াবে।
এছাড়া দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের সুবিধার দিকে নজর রেখে ০৭৬৮১ ট্রেনটি ২৭ এবং ২৯ অক্টোবর রাত ১১টায় সাব্রুম থেকে ছেড়ে উদয়পুর পৌঁছবে রাত ১১টা ১৫ মিনিটে। এই ট্রেনটি আগরতলা এসে পৌঁছবে রাত ১২টা ৩০ মিনিটে। উল্লেখ্য ০৭৬৮১ নম্বর ট্রেনটি নিয়মিতভাবে সাব্রুম-আগরতলা রুটে চলাচল করে।

গ্রেফতার ৫

আটের পাতার পর
ছেড়ুয়া গ্রামের পাশে কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারাও এই অবৈধ বাজি তৈরীতে যুক্ত রয়েছেন । গ্রামের মধ্যে সপরিবারে স্থানীয়রা এই ব্যাবসা থেকে রুজিরোজগার করে থাকে । বেশ কয়েকবার বড়ো দুর্ঘটনাও ঘটেছে । সেই গ্রামেই মঙ্গলবার অভিযান চালায় কতোয়লী থানার পুলিশ । এই গ্রামে অভিযান চালিয়ে তিনশো কেজির বেশি বাজি ও বারুদ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । সেই সঙ্গে এই অবৈধ বাজি ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
এবিষয়ে পুলিশ সুপার দিনেশ কুমার বলেন, বারন সত্বেও অনেকেই অবৈধ এই বাজি ব্যাবসাতে জড়িয়েছিলেন । অভিযান চালিয়ে বাজি সহ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । সেই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে ৫ জনকে । গত দুদিন আগেই মেদিনীপুর সদর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুশো কেজির বেশি বাজি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ ।

চলচ্চিত্র উৎসব

আটের পাতার পর
পরিবর্তিত হয়েছে উ সেখানেই চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে রাজ চক্রবর্তীকে ,মুখ্য উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করা হয়েছে অরূপ বিশ্বাস ও কো-চেয়ারম্যান পদে ইন্দ্রনীল সেনউতাছাড়াও উপদেষ্টা কমিটি সদস্যপদে রয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ,গৌতম ঘোষ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ রায় , রঞ্জিত মল্লিক, অরিন্দম শীল

লাদাখের কর্মচারিরা

আটের পাতার পর
সরকারি কর্মচারিরা।
সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হলে এর থেকে উপকৃত হবে সেখানে কর্মরত ৪.৫ লক্ষ সরকারি কর্মচারি। মঙ্গলবার ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এর জন্য প্রতি বছর বাড়তি ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ হবে কেন্দ্রের। সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর হলে মাইনের মধ্যে বিভিন্ন ভাতা পাবে সরকারি কর্মচারিরা। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মচারিদের সন্তানের শিক্ষা ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, এলটিসি, স্বাস্থ্য ভাতা। প্রতি বছর সন্তানদের শিক্ষা ভাতার জন্য খরচ হবে ৬০৭ কোটি টাকা, হোস্টেল ভাতার জন্য খরচ হবে ১৮২৩ কোটি, ভ্রমণ ভাতা ১২০০ কোটি, এলটিসি ১০০০ কোটি, ফিক্সিড মেডিক্যাল অ্যালাওয়েন্স ১০৮ কোটি টাকা খরচ হবে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত খুশি উপত্যকার কর্মচারিরা।

তদন্তে পুলিশ

আটের পাতার পর
রাস্তার মধ্যেই গর্ভবতী রুখসানা, হামিদা এবং তাঁদের বাড়ির পরিচারিকা আলকরিয়া দেবীর মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে তিনজন এক পরিবারের সদস্য। নিহতরা প্রত্যেকেই লাতেহারে বাসিন্দা। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কি কারণে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
উল্লেখ করা যেতে পারে পালামৌ জেলায় বিগত তিনদিনে তিনটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা। এখনও পর্যন্ত আটজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

গ্রেফতার চার

পাচের পাতার পর
জুয়া ও সাট্টার ঠেক থেকে পুলিশ সেজে টাকা তুলতেন। নিয়মিত মাসোহারাও নিতেন। ধৃতদের জেরায় জানা গিয়েছে জানুয়ারি মাস থেকে তারা এই কাজে লিপ্ত ছিলেন। শুধু টাকা তোলা বা মাসোহারা নেওয়াই নয় তারা বিভিন্ন জিনিস বাজেয়াপ্ত করে ফের অন্যত্র বিক্রি করে দিয়ে সেখান থেকেও টাকা আয় করতেন বলে জানা গিয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার রশিদ মুনির খান জানান এরা এক জায়গা থেকে ২ লাখ টাকা না পেয়ে একজনকে তুলে নিয়ে যায়। এই খবর সোর্স মারফত পুলিশ পেয়ে ভিআইপি ধাবায় রেড করে পুরো দলটিকে ধরে ফেলে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৭ হাজার টাকা, ৫টি মোবাইল ফোন ও গাঁজা। একটি ইনোভা গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধতদের মঙ্গলবার বারুইপুর আদালতে তোলা হবে। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আজারবাইজান যাচ্ছেন

তিনের পাতার পর
যাওয়া হবে। আজারবাইজান সফরকালে তিনি এই হোটেলেই অবস্থান করবেন। শেখ হাসিনা শুক্রবার বাকু কংগ্রেস সেন্টারে ১৮ তম ন্যাম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। অনুষ্ঠান স্থলে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং স্পিকার ন্যাম নেতৃবৃন্দদের অভ্যর্থনা জানাবেন।অন্যান্য ন্যাম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাকু কংগ্রেস সেন্টারের প্ল্যানারী হলে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন।

নেতাসহ আটক ১৮

তিনের পাতার পর
হয়েছিলেন সোমবার রাত থেকে।
ভোরে নামায শেষে তারা মিছিল করে ভাঙচুর, নাশকতাসহ অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা ছিল বলে আমাদের কাছে তথ্য ছিল। অভিযানে গেলে জিএস নামে একটি ভবনের নিচে জড়ো হওয়া লোকজন দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।তখন কয়েকজনকে এবং আশেপাশে বিভিন্ন স্থানে ও বাসায় অভিযান চালিয়ে ২২ জনকে আটক করি। তাদের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
নেজাম বলেন, জিএস ভবনে তাদের মেস আছে। ছয় তলা সে ভবনের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ তলার বিভিন্ন ফ্যাটে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই উদ্ধার করা হয়।এছাড়াও ওই ভবনের নিচ থেকে বেশকিছু লাঠিসোটা ও চারটি হাত বোমা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান ওসি।
গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন- ওমর ফারুক (৪৭), আব্দুল করিম (১৮), আবু ওবাইদা (১৯), আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ (১৮), মো. শরীফুল (২১), আমির হোসেন (১৮), সাজ্জাদুল ইসলাম সবুজ (২০), মিজানুর রহমান (১৮), মো. ফরহাদ(১৮), মো. সাকিল (১৮), আব্দুল মোমেন (১৯), মো. সাদ্দে (৪৯), কামরুল ইসলাম (৪০), নুরুল হুদা (২২)। তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ও বিশেষ মতা আইনে মামলা হয়েছে বলে জানান ওসি।

আমি কি রাজ্য সরকারের অধস্তন-জেলার বৈঠকে প্রশাসনিক কর্তাদের অনুপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া রাজ্যপালের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স): 'আমি কি রাজ্য সরকারের অধস্তন' ? আজ এই প্রশ্ন তুললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তাঁর প্রশ্ন, 'কারও সঙ্গে বৈঠক করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে ? এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক'। শিলিগুড়ির পর মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার ধামাখালিতে রাজ্যপালের ডাকা প্রশাসনিক বৈঠকে গরহাজির রইলেন জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা। আর এর জেরে কার্যত ভেস্তেই গেল রাজ্যপালের এদিনের প্রশাসনিক বৈঠক। এরপরই ফের রাজ্য সরকারের উপর চরম ক্ষোভপ্রকাশ করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।
মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় উত্তর ২৪ পরগনার ধামাখালিতে সাংসদ, বিধায়ক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে জেলা পরিষদের গেস্ট হাউসে একটি বৈঠকের কথা ছিল তাঁর। সকাল ৯টা নাগাদ ধামাখালিতে পৌঁছে যান রাজ্যপাল। কিন্তু যাঁদের নিয়ে বৈঠকের কথা ছিল, সেই প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রায় কেউই বৈঠকে আসেননি। ফলে বৈঠক ভেস্তে যায়। রাজ্যের অনুমতি ছাড়া বৈঠকে কোনও আমলাকেই আমন্ত্রণ সম্ভব নয়, চিঠি দিয়ে সাফ জানিয়ে দেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক। এমন কী অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি নিজেও। সব মিলিয়ে রাজ্যপাল বৈঠক করতে চাইলেও জেলা শাসকের অনুমতি না মেলায় শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায় ধামাখালিতে রাজ্যপালের প্রসাশনিক বৈঠক।
জেলা প্রশাসনের এহেন ভূমিকায় উষ্মা প্রকাশ করে রাজ্যপাল ধনকর বলেন, 'এই বৈঠকের কথা জানিয়ে জেলা প্রশাসনকে ১৭ অক্টোবর চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২১ অক্টোবর জেলাশাসক চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকারের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কোনও জনপ্রতিনিধিকে বৈঠকে ডাকতে পারবেন না'। রাজ্যপাল আরও বলেন, 'ওই চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে। সমস্ত শীর্ষ আধিকারিক সেখানেই রয়েছেন। ফলে তাঁরা আসতে পারবেন না'।
তাই রাজ্যপালের প্রশ্ন, 'মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে যেতেই পারেন। কিন্তু সেজন্য সরকার ছুটিতে চলে যেতে পারে না। এটা কি সঠিক পদক্ষেপ করা হল ? আমি বিস্মিত'। এরপরই তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমি কি রাজ্য সরকারের অধস্তন ? কারও সঙ্গে বৈঠক করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে ? এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক।' এর আগে রাজভবনের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, ২২ অক্টোবর ধামাখালিতে জেলা পরিষদের অতিথি নিবাসে রাজ্যপাল বসিরহাটের সাংসদ, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি, সন্দেশখালির বিধায়ক প্রমুখ।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর
বাগিয়ে নেয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলীপ চন্দ্র দাস উত্তম দেবনাথের নামে দশ হাজার টাকার চেক ইস্যু করেন। এই ঘটনা জানাজানি হলে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে দু'দিনব্যাপী বিক্ষোভ শুরু করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বরা। মঙ্গলবার তারা স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেয় স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। তাদের দাবি যতক্ষণ না স্কুলের এসএমসি কমিটি এই চাঁদাবাজির ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না করে ততক্ষণ তারা স্কুলে পঠনপাঠনের কাজ চালিয়ে যেতে দেবেন না। এদিকে কেন স্কুল কর্তৃপক্ষ এত মোটা অংকের চাঁদা বার বার দিচ্ছে এনিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

কামরূপের চাংসারিতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট শিশুপুত্র, সংকটজনক মা

গুয়াহাটি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : চলন্ত ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দেড় বছরের এক শিশুপুত্রের। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন তার মা। সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনা মঙ্গলবার কামরূপ জেলার বাইহাটা চারিআলি এলাকার চাংসারির চৌকিগেটে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ ও প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে শান্ত করেছেন।
প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, চৌকিগেট এলাকায় তাঁর দেড় বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে রাস্তার পাশ ধরে যাচ্ছিলেন জনৈক চন্দ্রমা কলিতা। সে সময় বেপরোয়া দুরন্ত একটি ট্রাক এসে মহিলাকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার চোটে মা রাস্তায় পড়ে যান এবং ছেলে ছিটকে পড়ে ট্রাকের চাকার নীচে। ফলে যা হওয়ার, শিশুপুত্রকে চাকা দিয়ে পিষে দেয় ঘাতক ট্রাক।
এদিকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় অবরোধ গড়ে তুলেন। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ অবরোধ প্রত্যাহারের আর্জি জানায় ক্ষুব্ধ জনতাকে। কিন্তু পুলিশের কথায় কাজ হয়নি। এর পর দাবি মতো বাইহাটা থেকে ছুটে যান প্রশানিক ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ঘটনার দায়ে ট্রাকের চালককে উপযুক্ত শাস্তি, আহত মহিলার চিকিৎসার জন্য সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা এবং নিহত শিশুর ক্ষতিপূরণ বাবদ শোকগ্রস্ত পরিবারকে সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিলে রাস্তাকে অবরোধমুক্ত করেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষ।

গ্রাহকের পরিচয়পত্র হাতিয়ে ভুয়ো সিম ব্যাবসা, গ্রেফতার মেদিনীপুর শহরে

মেদিনীপুর, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : গ্রাহকের পরিচয় পত্রের অপব্যবহার করে ভুয়ো সিম চক্রের পর্দা ফাঁস হল মেদিনীপুর শহরে । নির্দিষ্ট সুত্রের খবর পেয়ে সোমবার রাতে মেদিনীপুর শহরের এক মোবাইল দোকানের মালিককে গ্রেফতার করল পুলিশ । উদ্ধার হয়েছে অনেক ভুয়ো সক্রিয় সিম, নথি, সামগ্রী ।
প্রশাসনিক সক্রিয় নজরদারি থাকা সত্বেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ভুয়ো সিম এর ব্যাবসা চলছে । এই সিম ব্যাবহার করে নানা অপরাধের ঘটনাতে ব্যাবহারের নজিরও রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের হাতে । তেমনই একটি সূত্র ধরে মেদিনীপুর শহরের কতোয়ালী থানার পুলিশ মেদিনীপুর শহরে অভিযান চালালো সোমবার রাতে । অভিযান চালিয়ে একটি দোকান থেকে দোকানের মালিক যুবক বান্টি চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে । তার দোকান থেকে উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন নামে তিনটি সক্রিয় সিম কার্ড,নিষ্ক্রয় ২৫ টি সিম, আরও বিভিন্ন রকমের ২১ টি সিম কার্ড, সঙ্গে চারজন ভিন্ন ব্যাক্তির আধার কার্ড । এই দোকান থেকে বিভিন্ন স্থানে বেনামী সিমকার্ড বিক্রি করা হয়ে থাকে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে । পুলিশ ধৃতকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে । পুলিশ সুপার দিনেশ কুমার বলেন- আমরা বহুবার দেখেছে কোনো একটা অপরাধের তদন্তে উদ্ধার হওয়া মোবাইল নম্বর এক নামে , অপরাধ করেছে অন্য কেউ । তার উত্যটাই হল ভুয়ো সিমের ব্যাবসা । আমরা তেমনই একটি গোপন খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এই উদ্ধার ও গ্রেফতার করেছি । তদন্ত করে এই পুরো চক্রকে বের করা হবে । সেই সঙ্গে জেলা জুড়ে অভিযান চালানো হবে ।

সেকেরকোটে

● প্রথম পাতার পর
পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ওই যুবকের আত্মীয়-পরিজনরাও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশ জানিয়েছে, সকালে আগরতলা-সাব্রুমগামী রেলে কাটা পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেছেন নাকি দুর্ঘটনাবশত রেলের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। ওই যুবকের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হওয়ায় জনমনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।
প্রসঙ্গত, প্রায়ই ত্রিপুরায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করছেন আবার অসাবধানতাবশত রেলের ধাক্কায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। রেল পুলিশের জনৈক আধিকারিক আজ বলেন, রেল লাইনে যাতায়াত কোনও ভাবেই উচিত নয়। ফলে, মানুষের সচেতন হয়ে এবং সতর্কভাবে চলাফেরা করা উচিত।

পুলিশের মারধরে আহত দুই নিরীহ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ অক্টোবর ।। সোমবার রাতে বিনা হেলমেটে বাইক চালাচ্ছিলেন আরকেপুর থানায় কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবল। সেই চিত্রই নিজেদের ক্যামেরায় ক্যামেরাবন্দি করে এমডি মহিউদ্দিন এবং পদ্মনাভ রায় নামে দুই যুবক। সেই অজুহাতে দুই যুবককে আটক করে বেধরক মারধর করা হয় এবং থানায় নিয়ে আটকে রাখা হয়। হেলটেমবিহীন বাইক চালানোর বাস্তব চিত্র ক্যামেরাবন্দি করায় দুই যুবককে মারধর এবং থানায় নিয়ে আটকে রাখার ঘটনা ঘটেছে মন্দির নগরী উদয়পুরে। এই দুই যুবকের অভিযোগ হেলমেটবিহীন দুই পুলিশের বাইক চালানোর চিত্র ক্যামেরাবন্দি করার পরপরই পুলিশ তাদের আটকে থানায় নিয়ে আসে এবং বেধরকভাবে কাঠ ও লাঠি দিয়ে মারধর করে, ছিনিয়ে নেয়া হয় তাদের মোবাইলগুলো। ডিলিট করে দেওয়া হয় ভিডিওটি এবং সুইচ অফ করে দেওয়া হয় মোবাইলও। মোবাইল সুইচ অফ দেখে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে তাদের কোনও হদিশ পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত থানায় খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন তারা থানায় রয়েছে। পরবর্তীতে রাতেই তাদের থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের লোকজন সহ আক্রান্ত দুই যুবক থানায় এই বিষয়ে একটি মামলা করতে এলে তাদের থেকে মামলা রাখেনি রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ আক্রান্তদের। সমস্ত ঘটনা লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে তারা গোমতী জেলা পুলিশ সুপার এ আর রেড্ডির দ্বারস্থ হন। এখন দেখার বিষয় এনিয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ।

হেপি হত্যাকাণ্ডে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ আনল টিএসএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।। কুমারঘাটে হলিক্রস স্কুলের ছাত্র হেপি দেববর্মার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু করেছে। উপজাতি ছাত্র সংগঠন ত্রিপুরী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। কুমারঘাটের হলিক্রস স্কুলের ছাত্র হেপি দেববর্মাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছে ছাত্র সংগঠন ত্রিপুরি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। এরই প্রতিবাদে আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, হলিক্রস স্কুলে শিক্ষার অন্তরালে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণের নিয়ম করা হয়েছে। এ ধরনের ধর্মান্তকরণ জনজাতি ছাত্ররা কোনদিনই মেনে নেবে না বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষাঙ্গনে সব ধর্ম বর্ণ জাতির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার অধিকার রয়েছে। কেন ধর্মান্তকরণের জন্য জোরজবরদস্তি করা হবে সেই প্রশ্ন তুলেছে সংগঠনটি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এ ধরনের ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। হোস্টেল ওয়ার্ডেনের মারধরেই হেপি দেববর্মার মৃত্যু হয়েছে বলে ত্রিপুরি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ এনেছে।
অভিযুক্ত হোস্টেল ওয়ার্ডেনের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি। ঘটনার সিবিআই তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন ত্রিপুরি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। মিশনারী স্কুলে ধর্মীয় প্রচার বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম

● প্রথম পাতার পর
সর্বপ্রথমে আমি দুই দেশের প্রকৃত বীরদের স্মরণ করতে চাই। আমাদের দেশে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ আমরা পালন করছি। জাতির জনককে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। পাশাপাশি বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অসমের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ, প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা এবং ত্রিপুরার শচীন দেববর্মণ ও বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন তিনি। এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান।
মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অনেক উন্নত করেছেন। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ছাড়া ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ ত্রিপুরার প্রায় ৮০ শতাংশ সীমান্ত বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। এ বছর ৫ অক্টোবর ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর সুফল ত্রিপুরা-সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বাংলাদেশ পাবে। এ বিষয়ে তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার জন্যই চট্টগ্রাম বন্দরের এসইপি হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ না হয়ে এই জায়গাটি পাকিস্তানের অধীনে থাকলে এই সুবিধা কখনও পাওয়া যেত না।
বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এস ই পি-র কারণে শুধুমাত্র ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরই লাভ হবে তা নয়। সবথেকে বেশি লাভ বাংলাদেশেরই হবে। কারণ অসম, মেঘালয় বা ত্রিপুরা এই অঞ্চলের সব রাজ্যে পণ্য পরিবহণ করতে হয় হলদিয়া বন্দর দিয়ে। গুয়াহাটি থেকে হলদিয়ার দূরত্ব প্রায় ১২০০ কিলোমিটার। কিন্তু ত্রিপুরা হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব প্রায় ৬২০ কিলোমিটার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই রাস্তায় পরিবহণ ব্যয় অর্ধেক হয়ে যাবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মূল সমস্যা হল জলপথের স্বল্পতার জন্য এই অঞ্চলে পণ্য পরিবহণে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। আমরা যা-ই আনতে চাই তা রেলে বা ট্রাকে আনতে হয়। তাতে সব কিছুতেই ব্যয় বেশি হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পণ্য পরিবহণের জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
ভারত-বাংলাদেশের যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়িগুলি যেন ডেস্টিনেশন টু ডেস্টিনেশন আসতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি এ বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীমান্তে ইমিগ্রেশন পয়েন্টে কোনও ব্যবস্থা করতে পারলে দু'দেশের মানুষেরই লাভ হবে। বাংলাদেশের মেঘনা হয়ে গোমতি পর্যন্ত প্রোটোকল রোড যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এজন্য উদ্যোগ নিতেও মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেন। এতে দু'দেশ লাভবান হবে। ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে ফেণি নদীর সেতুর কাজ শেষ হলে ট্রেনে বা ট্রাকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য পরিবহণ করা যাবে। তখন ত্রিপুরা পুরো উত্তর-পূর্বের করিডোর হবে। পাশাপাশি আশিয়ান দেশের জন্যও করিডোর হবে। এতে আশপাশের অন্য দেশও লাভবান হবে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পেট্রোপোল দিয়ে বাংলাদেশ অনেক টাকার পণ্য আমদানি রফতানি করে। ত্রিপুরা বা অসমের সীমান্ত দিয়েও আমদানি রফতানি বাণিজ্য করা যেতেই পারে। মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্তগুলি দিয়েও যেন বাণিজ্য হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দু'দেশের মধ্যে যতগুলি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে তা যেন যত দ্রুত সম্ভব রূপায়িত হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে। তাতে দুই দেশের মানুষেরই লাভ হবে। সবার সহযোগিতায় ত্রিপুরা লাভবান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অভিজিৎ

● প্রথম পাতার পর
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নজরদারি তার মধ্যে একটা। তা ছাড়া ভিজিল্যান্স কমিশনের নজরদারি ছাড়া বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে কি ঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে না?
ঘটনা হল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারের শেয়ার ৫০ শতাংশের কম হওয়ার অর্থ হল, এই ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ। সেটা কি এই পরিস্থিতিতে সম্ভব?

রাঁচিতে রেকর্ড জয় ভারতের হোয়াইটওয়াশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে

রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় শেষ টেস্টে ভারত টসে জিতে ব্যাট করার সিধান্ত নেই।প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান ৩ উইকেটে ২২৪।দ্বিতীয় দিনে দুরন্ত দ্বিশতরান করেন রোহিত শর্মা।ভারত ৯ উইকেটে ৪৯৭ রান করে,তাদের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করার আমন্ত্রন জানাই।দ্বিতীয় দিনে শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ২ উইকেটে ৯ রান করে।তৃতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬২ রানে আল আউট হয়ে যায়, ৩৩৫ রানে এগিয়ে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফলো-অন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। তৃতীয় দিনে শেষে আফ্রিকা ৮ উইকেটে হারিয়ে ১৩২ রান করে।চতুর্থ দিনের শুরু তেই সাবাশ পর পর দুই বলে দুই উইকেট নেয় এবং ভারত টেস্ট ম্যাচটি নিজের নামে করে। তিনটি টেস্ট ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে।ম্যান আফ টি ম্যাচ ও সিরিজ দুটিই পান রোহিত শর্মা।কোনও প্রতিপক্ষই আটকাতে পারছে না ভারতকে। দেশের মাটিতে হোক বা দেশের বাইরে, সব জায়গাতেই বিপক্ষ দলকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি। বিদেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করার পর ঘরের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হোয়াইটওয়াশ করেছেন বিরাটরা। এই মুহূর্তে ২৪০ পয়েন্ট পেয়ে ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলের মগডালে বসে আছে ভারত। তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশ খোশ মেজাজে কোচ রবি শাস্ত্রী। আর ফুরফুরে মেজাজে থেকে বিস্ফোরক কোহলিদের ''হেডস্যার''।রাঁচিতে ম্যাচ শেষে এক সাক্ষাতকারে শাস্ত্রী বলেন, ''আমাদের দলের দর্শন হল, পিচ ভোগে যাক! পিচ বাদ দিয়ে দিন। লক্ষ্য একটাই ২০টা উইকেট তুলতে হবে আমাদের। সে যেখানেই হোক না কেন মুম্বই, অকল্যান্ড কিংবা মেলবোর্ন। যখনই আপনি ওই ২০টা উইকেট তুলে নিতে পারবেন সঙ্গে আমাদের ব্যাটিংও যদি ক্লিক করে যায়। তাহলেই টিম ইন্ডিয়া যেন স্মুথ-রানিং-ফেরারি।'' তাঁরঙ্র আরও সংযোজন, ''দলে যখন পাঁচটা বোলার আছে, তখন, আর কে ২০টা উইকেট নেবে। ব্যাস এটাই ব্যাপার।'' এভাবেই বিস্ফোরক হয়ে ওঠেন ভারতের হেড কোচ।জন রাঁচি টেস্টের প্রথম দিনে শেষ হল নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুটা আগেই। আগামিকাল মাচ শুরু হবে ৩০ মিনিট আগে। অর্থাত সাড়ে ন''টার বদলে খেলা শুরু হবে সকাল ন''টায়।দিনের শেষে ভারত তিন উইকেটে হারিয়ে স্কোরবোর্ডে তুলেছে ২২৪ রান। সেঞ্চুরিকারী রোহিত শর্মা অপরাজিত আছেন ১১৭ রানে। রাহানে বাট করছেন ৮৩ রানে। আর ১৭ রান করতে পারলেই শতরানের দেখা পাবেন তিনিও।এদিন জেএসসিএ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে টস জিতে বাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাট কোহলি। কিন্তু কাগিসো রাবাদার দাপটে ভারত শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ে। ময়াঙ্ক আগরওয়াল (১০) ও চেতশ্বর পূজারা (০) শিকার হন রাবাদার। টিম ইন্ডিয়ার কাপ্টেন কোহলিও এদিন এসে ভারতকে অক্সিজেন জোগাতে পারেননি। অ্যানরিচ নোকিয়ার বলে তাঁকেও ফিরতে হয় মাত্র ১২ রানে। লাঞ্চে ভারতের স্কোরবোর্ড ছিল ৩ উইকেটে ৭১।সেখান থেকে রোহিত-রাহানের বাটে ভর করে ভারত ভদ্রস্থ স্কোর তোলে। ১৮৫ রানের পার্টনারশিপ করে তাঁরাই দলকে বড় রানের আশা দেখাচ্ছেন। রাঁচিতে ফের ঝলসে ওঠেন রোহিত। অনবদ ইনিংস উপহার দেন হিটমান। ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফর্মাটে ৬ নম্বর সেঞ্চুরির সঙ্গেই পূর্ণ করে ফেললেন ২০০০ রান। অনদিকে রাহানেও তাঁকে যোগ সঙ্গত দেন। সেঞ্চুরির পথে তিনিও।সিরিজের ফয়সালা আগেই হয়ে যাওয়ায় কার্যত নিয়মরক্ষার ম্যাচ। রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অবশ্য শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। সিরিজে প্রথমবার। যদিও রোহিত শর্মা ও অজিঙ্ক রাহানের পার্টনারশিপে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে ভারত। বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই প্রথম দিনের খেলা শেষ করে দিতে বাধ্য হন আম্পায়াররা। ৫৮ ওভারের শেষে ভারতের রান ৩ উইকেটে ২২৪। রোহিত ১১৭ ও রাহানে ৮৩ রানে অপরাজিত।দক্ষিণ আফ্রিকার অফস্পিনার ডেন পায়েতকে লং অফের ওপর দিয়ে ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করেন রোহিত। চলতি সিরিজে এটি তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি। একটি টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ডও ভেঙে দিলেন রোহিত। তিনি এখনও পর্যন্ত চলতি সিরিজে মেরেছেন ১৬টি ছক্কা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিমরন হেটমায়ার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২০১৮-১৯ মরসুমে দুই টেস্টের সিরিজে ১৫টি ছক্কা মেরেছিলেন। সেটাই ছিল এখনও পর্যন্ত রেকর্ড।এই ম্যাচেও টস হেরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়র ফ্যাফ ডুপ্লেসি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের পঞ্চম ওভারেই কাগিসো রাবাডার বলে ফিরে যান ভারতীয় ওপেনার মায়াঙ্ক অগ্রবাল (১০ রান)। চেতেশ্বর পূজারা কোনও রান না করেই ফেরেন সেই রাবাডার বলেই। অধিনায়ক বিরাট কোহলিকেও (১২ রান) দ্রুত তুলে নেন এনরিক নর্টজে।তবে পরিস্থিতি সামাল দেন রোহিত ও রাহানে। রোহিত শুরু থেকেই ছিলেন সাবলীল মেজাজে। তিনি হাফসেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করে ক্রিজে। রাহানেও হাফসেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করেছেন। দেশের মাটিতে এটাই রাহানের টেস্টে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি। ৭০ বলে ৫০ রান সম্পূর্ণ করেন রাহানে। হাফসেঞ্চুরি করার পথে তিনি মেরেছেন ৮টি বাউন্ডারি। দুজনের সেঞ্চুরি পার্টনারশিপও হয়ে গিয়েছে। এই দুই ব্যাটসম্যান ভারতীয় দলকে বড় রানের পথে নিয়ে যাচ্ছেন।শুধু ওয়ানডে টি-টোয়েন্টি না, ব্যাট হাতে ধরলে অপরপক্ষের বোলারের বুকেও যে আতঙ্ক তৈরী করতে পারে তা আরও একবার দেখিয়ে দিলো রোহিত শর্মা। আগামী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজে ওপেনিং করার সুযোগ পেয়েই পরপর দুটি ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরি করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাঘ বাঘ''ই থাকে। আর সেই আতঙ্ক মিটতে না মিটতেই আজ রাঁচির মাঠে তৃতীয় টেস্টে আবারও একখান সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বুক কাঁপিয়ে দিলো দক্ষিণ আফ্রিকার। অতঃপর আকাশের দিকে ব্যাট তুলে বুঝিয়ে দিলো টিম ইন্ডিয়ার রাজা আসলে রোহিত''ই।একদা এই রাঁচিতে পরপর তিনবার ধাক্কা খেয়েছিলো ক্যাপ্টেন বিরাট। এমনই পরিস্থিতিতে রোহিত বুঝিয়ে দিলো টিমটার নাম ইন্ডিয়া। রোহিত ১৩০ বলে আজ সর্বোচ্চ ৬ নম্বর সেঞ্চুরি করলেন। ৪ টি ছক্কা এবং ১৩ টি চার মেরে সেঞ্চুরি করেন রোহিত। সেই সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে দুহাজার রান পূর্ণ করলেন রোহিত।

বোর্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, এখনও অনিশ্চিত শাকিবদের ভারত সফর

সুকুমার সরকার, ঢাকা: ভারত সফরে আসার আগে টালমাটাল পরিস্থিতি বাংলাদেশ ক্রিকেটের। একদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে ১১ দফা দাবিপূরণের সুর চড়িয়ে ক্রিকেটীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মঘট ডেকেছেন শাকিব-আল-হাসানরা। আর অন্যদিকে, গোটা বিষয়টিকে ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ তুলেছেন বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান। ফলে বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত সেদেশের ক্রিকেট।আগামী ৩ নভেম্বর দিল্লিতে শুরু ভারত-বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তার আগে শাকিবদের বিভিন্ন দাবিতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাঁদের ভারত সফর। সমস্যা সমাধানে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেছিলেন বোর্ড কর্তারা। কিন্তু সমস্যা সম্পূর্ণ মিটল না। এদিন বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের দাবির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন সভাপতি। কিন্তু প্রথমেই তাঁর এক মন্তব্যে তৈরি হয় বিতর্ক। বলেন, ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশকে কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাঁরা স্বীকৃতি দিতেন না। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এনিয়ে ক্রিকেটারদের দাবি তিনি আগেই মেনে নিতে বলেছিলেন। তবে কোনও দেশি বা বিদেশি ক্রিকেটারকে কী অর্থ দেওয়া হবে, তা ঠিক করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। এখানে বোর্ডের কোনও ভূমিকা নেই। এরপরই সুর বদলে তিনি দাবি করেন, বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই কেউ ষড়যন্ত্র করেছেন।তিনি বলেন, এসব দাবি ক্রিকেটারদের বোর্ডকে সরাসরি জানালে তা মেনে নেওয়া হত। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের সামনে গোটা বিষয়টিকে অন্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবেই। কারণ দাবি মেনে নিলে আন্দোলনের পথে হাঁটা যেত না। মিডিয়ার সামনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যেত না। আর বিষয়টাকে এভাবে দেখিয়ে সেই উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন ক্রিকেটাররা। এমনকী তিনি এও জানান, ক্রিকেটারদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া মেলেনি। তাই বিষয়টি যে পূর্বপরিকল্পিত, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।তবে এসবের মধ্যেও বিসিবি সভাপতি বলে দেন, ভারত সফরের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জাতীয় ক্যাম্পে কারা যোগ দেবেন না, সেসব দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে, বিসিসিআইয়ের হবু সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাফ জানান, এটি সম্পূর্ণ সেই দেশের ব্যক্তিগত বিষয়। তাঁর এখানে মন্তব্য করার কোনও ব্যাপার নেই। তবে বাংলাদেশ বোর্ড প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। সৌরভের বিশ্বাস, নির্ধারিত সূচিতেই সিরিজ হবে।

সৌরভ জানতে চান ধোনির ভবিষ্যত, তাই বলে কোহলি কেন হাসলেন ?

ওয়েবডেস্ক: মঙ্গলবার রাঁচিতে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের ''ক্লিন সুইপ'' জয়ের পরে সাংবাদিক বৈঠকে হেসে লুটিয়ে পড়লেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়কের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল,

বিসিসিআইয়ের সভাপতি নির্বাচিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বলেছেন যে, তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনির বিষয়ে কোহলির সঙ্গে কথা বলবেন। কোহলির কাছে তিনি ধোনির ভবিষ্যতের বিষয়ে স্পষ্ট মত চাইবেন।কোহলি এক কথায় কথায় বলেছিলেন, ''আমি তাঁকে (সৌরভকে) অভিনন্দন জানিয়েছি। এটা দুর্দান্ত যে তিনি বিসিসিআইয়ের সভাপতি হয়েছেন, তবে তিনি এখনও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেননি। যখনই সময় হবে, তখন তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন''।এর পরই ভারতীয় অধিনায়ক যোগ করেন, ''আমি নিশ্চিত। আমি এ সম্পর্কে কী বলব? তিনি যখন আমাকে বলবেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব!'' ব্যস, এরপরই হাসির রোল পড়ে যায়। হাসতে শুরু করেন কোহলি।অন্য দিকে ভারত বনাম সাউথ আফ্রিকার তিন টেস্টের সিরিজের শেষ টেস্টের চতুর্থ দিনেই ফয়সলা হয়ে যায় ম্যাচের। ইনিংসের সঙ্গেই ২০২ রানের ব্যবধানে জয়ের মাধ্যমেই সিরিজে ভারতের ফলাফল দাঁড়ায় ৩-০। এ দিন মাঠে যান ধোনি। ড্রেসিংরুমে গিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করেন। গত বিশ্বকাপের পর থেকেই তিনি ছুটিতে রয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ফের কবে মাঠে ফিরবেন, তা নিয়ে আগ্রহের অন্ত নেই।সেই প্রসঙ্গেই সাংবাদিকরা কোহলির কাছে জানতে চান, রাঁচিতেই যখন রয়েছেন, তখন তিনি কি প্রাক্তন অধিনায়ক ধোনির সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?এমন প্রশ্নের উত্তরে কোহলি বলেন, ''না। তিনি এখানে আছেন। তিনি ড্রেসিং রুমে আছেন। আসুন, হ্যালো বলে যান''। কোহলি মুখে বিদ্রুপের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে সাংবাদিক বৈঠক শেষ করেন।

ব্যালন ডি''অর-র জন্য মনোনিত রোনাল্ডো-মেসি-ভার্জিল

ফিফার ব্যালন ডি''অর পুরস্কারের জন্য আরও একবার একই সঙ্গে মনোনিত হলেন চির প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একই পুরস্কারের জন্য মনোনিত হয়েছেন ইউরোপ সেরা ফুটবলার, নেদারল্যান্ডের ভার্জিল ভান ডাইক। তবে সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ব্রাজিল তথা প্যারিস সেইন্ট জের্মেইন তারকা নেইমার জুনিয়রকে।ব্রাজিলের এই তারকা শেষ মরশুমে যে দারুণ ফর্মে ছিলেন, তা কিন্তু বলা যায় না। তবে সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ব্রাজিল তথা প্যারিস সেইন্ট জের্মেইন তারকা নেইমার জুনিয়রকে।ব্রাজিলের এই তারকা শেষ মরশুমে যে দারুণ ফর্মে ছিলেন, তা কিন্তু বলা যায় না।একাধিকবার চোট আঘাতে জর্জরিত হন তিনি। সেই কারণেই হয়তো তাঁকে ব্যালন ডি''অর-র মনোনয়ন তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, কয়েক মাস আগেই ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন আর্জেন্তিনার লিওনেল মেসি। লিভারপুলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেওয়া নেদারল্যান্ডের ভার্জিল ভান ডাইককে ইউরোপ সেরা ফুটবলার বেছেছে উয়েফা। সেদিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়া ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কাছে ব্যালন ডি''অর পুরস্কার জেতার তাগিদ অনেক বেশি বলা চলে।এক নজরে দেখে নিন ব্যালন ডি''অর-র জন্য মনোনিত হওয়া ফুটবলারদের তালিকালিভারপুল : ভার্জিল ভান ডাইক, রবার্টো ফিরমিনো, জর্জিয়ানো উইজনালডাম, ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ডে, সাদিও মানে, মহম্মদ শালহ।ম্যাঞ্চেস্টার সিটি : বার্নার্ডো সিলভা, রিয়াদ মাহরেজ, কেভিন ডে ব্রুইন, রাহিম স্টারলিং, সার্জিও আগুয়েরো।টটেনহ্যাম : সন হেয়ুং-মিন, হুগো লরিস।বার্সেলোনা : লিওনেল মেসি, আন্টোনি গ্রিজম্যান, ফ্রেঙ্কি ডে জং, মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন।রিয়াল মাদ্রিদ : এডেন হাজার্ড, কারিম বেঞ্জিমা।জুভেন্তাস : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, মাথিজস ডে লিট।বায়ার্ন মিউনিখ : রবার্ট লেভানডোস্কি।আজাক্স আমস্টারডাম : ডুসেন টেডিক, ডনি ভান ডে বিক।প্যারিস সেইন্ট জের্মেইন : কিলিয়ান এমবাপে, মার্কিনোস।আর্সেনাল : এমেরিক আউবামেয়াং।নাপোলি : কালিদৌ কৌলিবেলি।জোয়াও ফেলিক্স।

সন্ধান চাই

Ref : East Agartala PS GD. Entry No-22, Dated : 17/10/2019

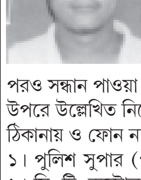

পাশের ছবিটি ইসমাইল দেববর্মা, পিতা -শ্রী বিমল দেববর্মা প্রযত্নে সুধীর শীল সাং-উজান অভয়নগর, নবীন ঠাকুর লেন, থানা-আগরতলা পূর্ব থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ২৪ বছর । গায়ের রঙ - ফর্সা, উচ্চতা- ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, পরনে- কালো হাফ প্যান্টে এবং সাদা টিশার্ট, গত ১৫/১০/২০১৯ইং তারিখ কাউকে কোন কিছু না বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পূর্ব থানা - ০৩৮১-২৩২-৫৭৭৪

ICA/D-1145/2019-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

NOTICE INVITING "EXPRESSION OF INTEREST"

Expression of interests in scaled cover are hereby invited by SDMO, Gandachara for hiring of EECO vehicle for 1 (one) year (Petrol variant and non-ac) for the RBSK mobile health team, Gandachara SDH. Dhalai Tripura for the period of one year The last date of submission of offer is on 6/11/2010 up to 3 pm.
the details Scope of work along with Terms and conditions of EOI are available in office of the Sub divisional Medical officer. Gandachara.

ICA/C-1397/19

Sub divisional Medical officer
Gandachara SDH. Dhalai Tripura

EMPLOYMENT NOTIFICATION
ADDENDUM

Ref.No.F8(25)-CH/MS/GEN/2019/6044 Dt, 3rd October 2019 paper published on 04th October, 2019. Desirable Qualification and Experience for the post of **Electrical Operator and Mechanical Operator.**
** Class VIII pass with more than Eight Years Experience Certificate in Electrical or Mechanical maintenance in Hospital / Industry / Commercial establishment.
*** The mode of selection of candidate (Electrical operator and Mechanical operator) is through Viva-Voce on 30.10.2019 at seminar hall of RCC,Agartala.
**** Last date of application submission is extended up to 24.10.2019.
For more details please visit www.agmc.nic.in

ICA/D-1143/2019-20

(Dr. Gautam Majumdar)
Medical Superintendent
Regional Cancer Centre, Agartala

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজে অতিক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডে চোখ বুলিয়ে নিন

ঘরের মাঠে তিন মাচের টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওয়াশ আউট করেছে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার এই ঐতিহাসিক জয়ে মুগ্ধ হয়েছেন দেশের ক্রিকেট প্রেমী থেকে বিশেষজ্ঞরা। বিরাট কোহলি ব্রিগেডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রীড়া মহল। এই সিরিজে কে কোন রেকর্ড অতিক্রম করেছেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।১) প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিকেটের সবকটি ফর্ম্যাটে শতরান হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়লেন রোহিত শর্মা। ওয়ান ডে ক্রিকেটে তিনটি দ্বিশতরানের মালিক হিটম্যান। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২০০ পেরিয়ে ক্রিকেটের দুই ফর্ম্যাটে দ্বিশতরান করে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর ও বীরেন্দ্র শেহবাগকে ধরে ফেললেন রোহিত শর্মা।) চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে ভারতের হয়ে প্রথমবার ওপেন করতে নেমে শতরান হাঁকালেন রোহিত শর্মা। এর আগে শিখর ধাওয়ান, কেএল রাহুল ও পৃথ্বী শ এই নজিরের মালিক হয়েছেন।৩) দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভাইজাক টেস্টে শতরান করার সঙ্গে সঙ্গে এই ফর্ম্যাটে ঘরের মাঠে পরপর ছয় বার ৫০ ও তার বেশি রান করার নজির গড়েন রোহিত শর্মা। এর আগে এমন রেকর্ডের মালিক ছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়।৪) দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভাইজাক টেস্টের দুই ইনিংসে শতরান করেন রোহিত শর্মা। টেস্ট ওপেনার হিসেবে প্রথমবার ব্যাট করতে নেমে এমন নজির অন্য কোনও ক্রিকেটারের ঝুলিতে নেই।৫) ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ভারতের ক্রিকেটীয় লেজেন্ড সুনীল গাভাস্করকে ধরে ফেলেছেন রোহিত শর্মা। একই টেস্ট সিরিজে তিনটি শতরান করে এই নজির গড়েছেন হিটম্যান।৬) ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ৫০০-র বেশি রান করেছেন রোহিত শর্মা। ভারতীয় ওপেনার হিসেবে লেজেন্ড ভিনু মানকড়, বুধি কুর্দেরান, সুনীল গাভাস্কর ও বীরেন্দ্র শেহবাগকে ছুঁয়েছেন মুম্বইকর।৭) দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে সাতটি দ্বিশতরানের মালিক হয়েছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। পুনে টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৫৪ রানের ইনিংস খেলে দ্বিশতরানের সংখ্যায় লেজেন্ড সচিন তেন্ডুলকর (৬টি) ও বীরেন্দ্র শেহবাগকে (৬টি) টপকে গিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক।৮) ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে, লাল বলের ক্রিকেটে মোট রান সংখ্যায় মিস্টার ক্রিকেট ডন ব্র্যাডম্যানকে (৬৯৯৬ রান) টপকে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। ৮১টি টেস্ট ম্যাচে সাত হাজারের ওপর রান করে ফেলেছেন ভারত অধিনায়ক।৯) দ্রুততম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ২৬টি শতরান (১৩৮ ইনিংসে) করার ব্যাটসম্যানদের তালিকার চার নম্বরে উঠে এসেছেন বিরাট কোহলি। টপকে গিয়েছেন ভারতীয় লেজেন্ড সুনীল গাভাস্করকে (১৪৪টি ইনিংসে)।১০) ২০০৮ সালের পর প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুই বার ফলো অনে পাঠালেন বিরাট কোহলি। প্রতিপক্ষকে ফলো অন করানো ক্ষেত্রে প্রাক্তনী মহম্মদ আজহারউদ্দিনের (৭ বার) রেকর্ড ভাঙলেন বিরাট কোহলি। প্রতিপক্ষ দলকে আট বার ফলো অন করালেন ভিকে।একই টেস্ট সিরিজে দ্বিশতরান করা তিন ভারতীয় ব্যাটসমান হিসেবে রেকর্ড বুকে নাম নথিভূক্ত করলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, মায়াঙ্ক আগরওয়াল।

এবার ধোনির অবসর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন ছাঁটাই হওয়া পাক অধিনায়ক সরফরাজের স্ত্রী

দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খারাপ পারফরম্যান্স করে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। আর খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য ঘরের মাঠে দুর্বল শ্রীলঙ্কার কাছে হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছে পাকিস্তান কে। আর পাকিস্তান দলের এই খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য দল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের প্রাপ্তন অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদকে। অধিনায়কত্ব তো গিয়েছেই সেই সাথে দল থেকেও ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে সরফরাজ কে।

সরফরাজের দল থেকে বাদ পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে তার ফিটনেসের অভাব রয়েছে।আর এবার সরফরাজের এই অবস্থায় তার স্ত্রী খুশবহত আহমেদ সারফরাজের সাথে ধোনির প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। সরফরাজের স্ত্রী খুশবহতের দাবি প্রাপ্তন ভারত অধিনায়ক এম এস ধোনির বয়স হয়েছে কিন্তু তার সত্ত্বেও ধোনি অবসর নেন নি বরং ভারতীয় দলের হয়ে খেলছেন তাই তার বিশ্বাস সরফরাজও ঘুরে দাঁড়াবে।এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে ধোনির ভবিষ্যত অনিশ্চিত। শেষ বার বিশ্বকাপের সেমি ফাইনালে দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন ধোনি। তারপর ক্যারিবিয়ান সফর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ধোনি এমনকি ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও খেলেন নি তিনি। আপাতত আরও কিছুদিন অর্থাত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকবেন ধোনি।ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর সরফরাজকে অধিনাকত্বের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আর তারপরই একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সরফরাজের অবসর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় তার স্ত্রীকে। সেই প্রসঙ্গে সরফরাজের স্ত্রী বলেন সরফরাজের বয়স তো মাত্র ৩২ তাহলে ও কেন অবসর নেবেন? ভারতীয় দলের প্রাপ্তন অধিনায়ক ধোনির বয়স হওয়ার সত্ত্বেও সে তো এখন পর্যন্ত অবসর নেন নি তিনি খেলে চলেছেন ভারতের হয়ে, তেমন সরফরাজও ফিরে আসবেন।

NIT NO: e-PT-06/EE/RD/NINU/D/2019-20, dt. 21-10-2019.

The Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 03:00 PM 08/11/2019 for 2 (two) nos internal electrification works. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sl No	Name of the work	Estimated cost put to bid	Earnest Money	Tender Fee	Period of Completion	Last date & time of submission of bid	Website for online bidding	Last date & time of submission of EMD, e-tender processing fee	Time & date of opening of bid if possible
1	Construction of common industrial shed(6 nos together) at 32 kilo point Govindabari under Chawmanu RD Block area under RD Manu Division,2019-20/SH: Internal Electrification work. DNIT No: **e-DT-23/EE/RD/MNU/D/ELEC/2019-2020, dt.19-10-2019.**	91,311.00	Rs. 1,000/	Rs. 1,000.00	15 days	08/11/2019 upto 3.00 PM	http://tripuratenders.gov.in	From 23/10/2019, 04: PM to 11/11/2019 upto 3.00 PM	11/11/2019 At 3.00 Noon (If possible)
2	Installation of permanent Internal Electrification work for community hall at 82-miles under RD Division, Dhalai. DNIT No: **e-DT-24/EE/RD/MNU/D/ELEC/2019-2020, d t.19-10- 2019.**	Rs. 2,38,488.00	Rs. 2,390	Rs. 1,000.00	30 days				

Please note it can be seen and period of downloading of bidding documents from 23-10-2019 at 4.00 PM to 08-112019 at 3.00 PM on website https://tripuratenders.gov.in.
For and of behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-1391/19

Er. Binoy Kr. Jamatia)
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai.

সর্বোচ্চ আদালতে জামিন পেলেও কারাবাস থেকে মুক্ত হলনা পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): অবশেষে আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় জামিন পেলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। কিন্তু বন্দিদশা কাটছে না তাঁর। বিচারপতি আর ভানুমতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছেন, অন্য কোনও মামলায় হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন না হলে চিদাম্বরমকে মুক্তি দেওয়া উচিত। আদালত তাকে এক লাখ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিয়েছেন। পাশাপাশি আদালত চিদাম্বরমকে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশও দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ, চিদম্বরম দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। তদন্তকারী অফিসাররা যখন ডাকবেন, তখনই তাঁদের সামনে হাজিরা দিতে হবে প্রাক্তন অর্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেউ আদালতের অনুমতিতে জেল থেকেই গ্রেফতার করে চিদম্বরমকে নিয়ে যাওয়া হয় ইডি হেফাজতে। এ দিন জামিনের পর ইডি হেফাজতেই থাকতে হবে তাঁকে। পাশাপাশি প্রবীণ কংগ্রেস নেতাকে বাড়ির রান্না করা খাবার, আলাদা সেল, পশ্চিমী কায়দার শৌচাগার, চশমা ও ওষুধ দেওয়ার অনুমতিও দেয় আদালত। আদালত এ দিন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই রায় শুধুমাত্র সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলারই। অন্য মামলা যেমন চলছে তেমন চলবে।

শুনানি চলাকালীন সিবিআই চিদাম্বরমের জামিনের বিরোধিতা করে। অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে মিথ্যা বলে চিদাম্বরম জামিনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সিবিআইয়ের পক্ষে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, চিদাম্বরম ও তার ছেলে কার্তি চিদাম্বরম এবং কোম্পানি সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। মেহতা আরও জানান, পি চিদম্বরম যে সাক্ষীকে বয়ান দিতে প্রভাবিত করছে তার নাম সিবিআই প্রকাশ করবে না তবে মুখবন্ধ খামে তাঁর নাম আদালতে দেওয়া হবে। উনি বলেন যে সাক্ষী ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় নয়, বরং অন্য কেউ। সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা আশংকা প্রকাশ করে জানান, সাক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের প্রভাবিত করা হচ্ছে।

তুষার মেহেতা চিদাম্বরমের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন, "মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা করা না করা পর্যন্ত তাকে জামিন দেওয়া উচিত নয়"। তাঁর কথায়, "সিবিআই কেবল আইএনএক্স চুক্তিই তদন্ত করছে না, বরং চিদাম্বরম অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রচার বোর্ডকে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর এবং তাঁর পুত্র কার্তি চিদাম্বরমের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত চালাচ্ছে।

চিদাম্বরমের পক্ষের উকিল কপিল সিব্বল জানিয়েছেন, সিবিআই তার অভিযোগপত্রে চিদাম্বরমকে দোষী বলার অভিযোগকে বিচারের সময় তার প্রমাণ হওয়া উচিত। টু-জি কেলেঙ্কারী মামলায় গুরুতর অভিযোগ ছিল এবং তার ফল কী হয়েছে তা সবাই জানেউ সিব্বল জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের ১৫ মে থেকে আজ অবধি চিদম্বরমকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। চিদাম্বরমকে একবারই প্রশ্ন করা হয়েছিল। সিব্বল দাবি করেন, চিদম্বরমের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে সিবিআইয়ের অভিযোগ ভুল। সিব্বল অভিযোগ করে জানান, "সিবিআই দুই বছরেরও বেশি সময়ে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেনি"।

গত ৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট চিদম্বরমের জামিনের আবেদনের শুনানি শেষে সিবিআইকে নোটিশ দেয়। ৩০ সেপ্টেম্বর দিল্লি হাইকোর্ট চিদাম্বরমের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল।

হলিক্রস স্কুলের ছাত্র হ্যাপি দেববর্মার অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবিতে মঙ্গলবার রাজধানীতে বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। ছবি- নিজস্ব।

বিপজ্জনক গর্ভপাত এড়াতে প্রয়োজন আরও সচেতনতা-মন্তব্য সমাজকর্মীদের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স) : বিশ্বে মোট গর্ভপাতের ৪৫ শতাংশ বিপজ্জনক। মায়ের প্রসবকালীন মৃত্যুর ১৩ শতাংশের কারণ এই গর্ভপাত।

মঙ্গলবার 'ওয়ার্ল কনট্রাসেপশন ডে' এবং ইন্টারন্যাশনাল সেফ অ্যাবরশন ডে' উপলক্ষে 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' (এফপিএআই) -র পক্ষ থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়, প্রতিদিন ভারতে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটছে। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর এক তৃতীয়াংশের কারণ এই অবৈজ্ঞানিক গর্ভপাত।

এ ব্যাপারে সচেতনতার জন্য এফপিএআই মায়েদের বৈঠক, লিঙ্ক-ওয়ার্কারদের মাধ্যমে প্রচার, সরকারি সংশ্লিষ্ট নানা দফতরের মাধ্যমে এর কলকাতা-প্রধান সুপ্রতীপ মজুমদার বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই কিশোরীদের কাছে গর্ভপাতই একমাত্র পথ। কিন্তু এর জন্য ঠিক কখন, কোথায় যাবেন তা নিয়ে ধারণাটা সেরকম স্পষ্ট নয়। এখনও ঠিক দৃষ্টিতে গর্ভপাতকে অনেকে মেনে নিতে পারেননা। মাতৃহার আগের চেয়ে কমেছে, তার নেপথ্যে আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কারদের প্রচার অন্যতম কারণ। মননের বিষয়টাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী প্রিয়ঙ্কা বলেন, মেয়েদের অনেক ক্ষেত্রে একা গর্ভপাত-বিষয়ক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমরা ওদের এব্যাপারে আরও সচেতন করতে চাই।

সমস্যার সময় অনেকে মানসিক চাপে অর্থাৎ ট্রমাটাইজড থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে অনেক বেসরকারি হাসপাতালে মোটা টাকা নেওয়া হয়। অ্যানি জৈন বলেন, এখন কেবল বিবাহিতারাই নন।

লিভ ইন বাড়ছে। তাই অবিবাহিতাদের গর্ভপাতের সংখ্যাও বাড়ছে। চিকিৎসক সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গর্ভপাত এড়ানোর জন্য নানা ধরণের প্রতিষেধক, সতর্কতার ব্যবস্থা আছে। এগুলো সম্পর্কে এবং সংশ্লিষ্ট নানা রোগ নিয়ে আরও সচেতনতা দরকার।" এ ব্যাপারে সমাজের নানা স্তরে আরও চর্চার আবশ্যিকতা নিয়ে বলেন সমাজকর্মী আশিস বসাক।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে দীপাবলি পালন করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : দীপাবলির আগেই বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে দীপাবলি পালন করবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প । ২০০৯ সালে পূর্বতন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা এই দীপাবলি পালনের রীতি শুরু করেন হোয়াইট হাউসে। এবছর ডোনাল্ড ট্রাম্পের তৃতীয় দীপাবলি উদযাপন। হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওইদিন রাষ্ট্রপতি প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি পালন করবেন। এছাড়া আর কী কী হতে পারে, তা এখনও জানা যায়নি। ২০১৭ সালে তাঁর ওভাল অফিসে প্রথমবার দীপাবলি পালন করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর প্রশাসনের সদস্যরা ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারত-মার্কিন সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি। গত তিনি আমেরিকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নবতেজ সিংব সার্নাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রুজভেল্ট কক্ষে। যদিও এরই মধ্যে আমেরিকায় দীপাবলি উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে।

টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট শনিবার ভারত-মার্কিন সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন। তিনি একটি টুইট করে জানান, "আমরা দীপাবলির আলো জ্বালিয়েছি গভর্নরের ম্যানসনে। আমরা আলোচনা করেছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টেক্সাসে আগমনের বিষয়ে। অন্ধকারের উপরে আলোর জয়কে আমরা উদযাপন করেছি।

বুধবার থেকে শুরু শহিদ মিনার চত্বরে বাজি বাজার

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স): বুধবার থেকে শুরু শহিদ মিনার চত্বরে বাজি বাজার। এখনও পর্যন্ত ৩২টা স্টল তৈরি হয়েছে। ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই বাজি বাজার বা মেলা। গত সপ্তাহে সেনাবাহিনীর তরফে অনুমতি মেলার পর থেকেই জোর কদমে বাজি বাজারের প্রস্তুতি শুরু হয়।

তুবড়ি, চরকি, রংমশাল, ফুলঝুরি, বাটারফ্লাইয়ের মতো বিভিন্ন পুরনো বাজি নতুন মোড়কে এনেছেন বাজি ব্যবসায়ীরা। এর পাশাপাশি এবছরের আকর্ষণ চুটপুট, হোয়াটস অ্যাপ, চক্করের মতো নতুন বাজি। এবছর ৩৪ রকমের নতুন বাজি পরীক্ষা করা হয়েছিল, তার মধ্যে ২২টি বাতিল করেছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

ময়দান ছাড়া অন্যান্য বারের মতো এবছর ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই বাজি বাজার চলবে টালিগঞ্জ, টালা, বেহালা, কালিকাপুরে।

গতবছর সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ময়দানে বাজি বাজার বসানোর অনুমতি পাননি বাজি ব্যবসায়ীরা। ময়দানের পরিবর্তে বিবেকানন্দ পার্কে বসেছিল বাজি বাজার । তাতে কিছুটা হলেও নিরাশ হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, বিক্রি বাটাতেও কিছুটা ভাটা পড়েছিল গতবছর। এবারে ফের শহিদ মিনার চত্বরে বাজি বাজার ফিরে আসায় খুশি বাজি ব্যবসায়ীরা। সারা বছর ধরে তাঁরা ময়দানের বাজি বাজারের অপেক্ষায় থাকেন। আতস বাজি ব্যবসায়ীরা জানান, গত বছর চেনা জায়গায় বাজি বাজারের সন্ধান না পেয়ে মানুষ হতাশ হয়েছিলেন। এবছর ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি মানুষও খুশি।

সারা বাংলা আতস বাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় বলেন, 'মানুষ শব্দবাজি খুঁজছে। বেশি করে শব্দ হবে এমন বাজিই অধিকাংশ মানুষ পছন্দ করেন। অথচ মানুষ শব্দবাজি পাচ্ছেন না। রংমশাল, ফুলঝুরি কেউ নিতে চাইছেন না। যে কারণে বাজার একটু মন্দা।

শুরুর দিকে এখানে ৮৪টা পর্যন্ত স্টল হয়েছিল। এবারে এখনও পর্যন্ত ৩২টা হয়েছে, আশা করছি আগামীকাল পর্যন্ত ৪০টির মতো স্টল তৈরি হয়ে যাবে।'

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর হাত ধরেই উদ্বোধন হবে এবারের চলচ্চিত্র উৎসব

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): প্রতি বছরের মত এই বছরেও কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (কেআইএফএফ)-কে কেন্দ্র করে তুমুল উৎসাহ সিনেপ্রেমীদের মনে উ যত দিন এগিয়ে আসছে ততই উৎসাহ যেন বেড়ে চলেছে উ এই বছর ২৫ বছরে পা দেবে কেআইএফএফ উ আর রজতজয়ন্তী বর্ষে সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির মাধ্যমেই উদ্বোধন হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উ

২৫ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ফোকাস কান্টি জার্মানি। আর সেই কারণেই জোরদার সাজানো চলছে নন্দন চত্বর। কারণ হাতে আর খুব অল্প সময় উ নভেম্বরের ৮ থেকে ১৫ তারিখ নন্দনে অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। আর উদ্বোধনী ছবি হিসাবে থাকবে সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'উ চলচ্চিত্র উৎসবে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-র ডিজিটাল রেস্টোর্ড ভার্সনই দেখানো হবে।

উল্লেখ্য,২৫ তম বর্ষে কেআইআইএফ এর অ্যাডভাইজারি কমিটির তালিকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

দেশের মধ্যে সেরা কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স): দেশের মধ্যে সেরা রাজ্যের দুই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম স্থানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও দ্বিতীয় স্থানে যাদবপুর। ২০২০ তে কিউএস ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং-এ দেশের সেরা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এর আগে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ছিল ১১ নম্বরে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১২ নম্বরে। এদিন দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্যুইট করেন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী। ২০২০ তে সেরার তালিকার ১ নম্বরে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বেশ কিছুদিন আগেই একাধিক কারণে বলা হয়েছিল রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্র গুলোতে পড়াশোনার নাম পড়ে গেছে। আলোচনায় উঠে আসছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও। বলার অপেক্ষা রাখে না, এমন পরিস্থিতিতে এই র‍্যাঙ্কিং রাজ্যের জন্য অত্যন্ত সম্মানের। শিক্ষাক্ষেত্রে চিরকালই নিজেদের মান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে এই নতুন পালক তারই প্রমাণ। বানিজ্য, বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ সহ প্রত্যেকটি বিষয়েই পড়াশোনায় শুরু থেকেই রাজ্যের মুখ রক্ষা করেছে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়। সবমিলিয়ে এই সম্মান যে সমগ্র রাজ্যবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় তা বলাই বাহুল্য। মঙ্গলবার রাজ্যের সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্যুইট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, কিউএস ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং ২০২০-তে সরকারি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকার করেছে। আমি এই খবর ভাগ করে নিতে পেরে খুবই খুশি। সকলকে আমার আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভ কামনা। শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্যুইট করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরও।

সাড়ে তিনশো কেজি নিষিদ্ধ বাজি সহ গ্রেফতার ৫

মেদিনীপুর, ২২ অক্টোবর (হি.স) : কালীপুজোর আগে নিষিদ্ধ বাজির বিক্রি ও ব্যবহার ঠেকাতে রাজ্য জুড়ে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ উ সেই অভিযানে নেমে গত দুদিন ধরে, মেদিনীপুর সদর ব্লকের কয়েকটি গ্রাম থেকে সাড়ে তিনশো কেজির বেশি বেআইনী বাজি ও প্রস্তুত সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ । এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেদিনীপুর সদর ব্লকের ছেড়ুয়াতে সব থেকে বেশি বাজি তৈরী হয়ে থাকে ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ১

মালদা, ২২ অক্টোবর (হি.স): ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল মালদার ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপ । মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মালদা শহরের রামনগর কাচারি এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয় ।

মালদা ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপের অফিসার সত্যব্রত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয় রামনগর কাচারি এলাকায়। ৪০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ । উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার এর বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় ৭০ হাজার টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের নাম সামাইল শেখ ওরফে মোতা (২৩)। বাড়ি কালিয়াচক থানার জালাল পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াচড়া গ্রামে। ব্রাউন সুগার বিক্রি করার জন্য রামনগর কাচারি এলাকায় যায় বলে জানা গেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপের অফিসারেরা সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্রাউন সুগার সহ ওই যুবককে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবারই ধৃত যুবককে আদালতে তোলা হবে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তাও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন পাবে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের কর্মচারিরা

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের সরকারি কর্মচারিদের। আগামী ৩১ অক্টোবর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হবে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ। সেই দিন থেকেই সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় চলে আসবে দুই কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মঘটেও খোলা রয়েছে এসবিআই সহ কয়েকটি ব্যাংক

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : দশটি ব্যাংককে একীভূত করার কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে, মঙ্গলবার ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ও ব্যাঙ্ক এমপ্লইজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ডাকা ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট থেকে কিছু সংস্থা পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসবিআই সহ কয়েকটি ব্যাংক খোলার ফলে গ্রাহকরা স্বস্তি বোধ করেছেন।

ভারতীয় মজদুর সংঘের অধিভুক্ত ব্যাংক কর্মী সংস্থা জানায় যে তারা এই ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছে না। ব্যাংকিং খাতে মোট নয়টি ইউনিয়ন রয়েছে। এসবিআই সহ আরও কয়েকটি ব্যাংক দাবি করে, এই ধর্মঘটের ফলে গ্রাহকদের খুব বেশি প্রভাব পড়বে না।

কিছু ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের সতর্ক করেছে। এসবিআই এর আগে জানিয়েছিল, এই ধর্মঘটের সাথে জড়িত কর্মচারী ইউনিয়নগুলির সদস্যদের খুব কম সদস্য রয়েছে। তবে ব্যাঙ্কের তরফে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্কের কিছু কর্মী ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় লেনদেন প্রভাব পড়ার আশঙ্কা কম। ফলে এই ধর্মঘটের প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকবে। ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রও বলেছে যে এই ধর্মঘট খুব কার্যকর হবে না।

অন্যদিকে, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কও গ্রাহকদের সতর্ক করেছে। সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, লেনদেন স্বাভাবিক রাখার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে ধর্মঘটের ফলে ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রভাব পড়তে পারে। ব্যাংক অফ বরোদা জানায় , তাদের শাখাগুলির কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে পুরো ব্যাংকের নয়টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র দুটি ইউনিয়ন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

দীপোৎসব উপলক্ষ্যে বারাণসীতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৪ অক্টোবর তাঁর সংসদীয় এলাকা বারাণসীতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। বিজেপির তরফে এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'দীপোৎসব- কার্যকর্তা সংবাদ, মোদীজি কি সাথ'।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান করেছেন। তিনি দলীয় কর্মীদের নমো অ্যাপের ডাউনলোড করে এবং এর মাধ্যমে তাদের পরামর্শ এবং প্রশ্নগুলি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, "২৪ শে অক্টোবর আমি আমার সংসদীয় এলাকা বারাণসীতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমি আমার সকল দলীয়কর্মীদের এতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাই। আপনার যদি কোনও পরামর্শ বা প্রশ্ন থাকে তবে আপনি সেগুলি নমো অ্যাপে ভাগ করতে পারেন।"

ঝাড়খন্ডে পথ দুর্ঘটনায় গর্ভবতী মহিলা সহ নিহত চার, তদন্তে পুলিশ

মেদিনীনগর(ঝাড়খন্ড), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় গর্ভবতী মহিলা সহ নিহত চার। মঙ্গলবার সকালে ঝাড়খন্ডের পালামৌ জেলার মেদিনীনগরের সাতবরবা থানা এলাকার বেকৌরিয়ায় ঘটেছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে গর্ভবতী রুখসানাকে তার পরিজনেরা এদিন সকালে একটি গাড়িতে করে তুম্বাবাড়ার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। বেকৌরিয়া দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক্টারের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক মহিলার। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।